ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 April, 2023 ■ আগরতলা ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ৩০ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎসবের পরম্পরা

চাকমা সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষ বিজু উৎসব উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ভোরবেলা ফুল ভাসালেন দেও নদীতে।

আগরতলায় শিবনগরে ডাকাতি, নগদ টাকা সহ ২০ লক্ষ টাকার সামগ্রী লুটপাট, রক্তাক্ত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। শিবনগর এলাকায় একই রাতে তিন বাড়িতে ডাকাতের হানা। দুটি বাড়িতে ব্যর্থ হলেও অপর বাড়ি থেকে ২০ লক্ষ টাকার সামগ্রী লুট। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শহরের বুকে ঘটল দুঃসাহসিক ডাকাতি। রিতিমতো ঘরের লোকজনকে একটি কক্ষে আটকে রেখে লুটপাট চালালো ডাকাতেরা। দীর্ঘদিন বাদে ডাকাতির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে শিবনগর এলাকার বাসিন্দা রাজীব সেনের বাড়িতে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করে। তার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকা জয়ন্ত নারায়ণ শীলের ঘরে জানালার গ্রীল ভেঙ্গে প্রবেশ করে তারা। এরপর তাদের একটি ঘরে আবদ্ধ করে লুটপাট চালায়। আলমারি ও শোকেশ ভাঙ্গার শব্দ পেয়ে ঘুমে ভেঙ্গে যায় জয়ন্ত নারায়ণ শীলের স্ত্রীর। তিনি স্বামীকে ডেকে তুললেও দেখতে পান দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ।

এরপর ফোনে করে বিষয়টি বাড়ির মালিক রাজীব সেনকে জানান। তিনি ও তার দাদা সহ অন্যান্যরা রাতেই ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন। তাদের আসার খবর পেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় দুই ডাকাত। গোটা ঘটনা ধরা পড়ে সিসি টিভির ক্যামেরায়। ভারাটিয়া জয়ন্ত নারায়ণ শীল জানান তার ঘর থেকে নগদ টাকা সহ দামী স্টোন চুরি করে নিয়ে গেছে তারা।

সব মিলিয়ে মোট ২০ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি গেছে বলে জানান তিনি। এদিকে বাড়ির মালিক রাজীব সেন জানান ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে আসেন। কিন্তু দুই জনকে পালিয়ে যেতে দেখেন। তাদের আটক করতে গেলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন তার বড় ভাই। বুকের বাদিকে আঘাত লাগে। গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

আগরতলায় শিবনগরে ডাকাতির পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ছবি নিজস্ব।

উদ্বোধনের দুই বছর অতিক্রান্ত, শুরু হয়নি যাত্রী চলাচল

সাব্রুম মৈত্রী সেতু পরিদর্শন ভারত বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ এপ্রিল।। উদ্বোধনের দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু, এখনো পণ্য পারাপার কিংবা যাত্রী চলাচল সাব্রুমে নির্মিত মৈত্রী সেতু দিয়ে শুরু হয়নি। তাই, আজ ফের ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল মৈত্রী সেতু পরিদর্শনে এসেছিলেন। এ-বিষয়ে ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্রার দাবি, মাস দুয়েকের মধ্যে মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রী চলাচল শুরু করা সম্ভব হবে।

এদিন ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান, আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদ, ল্যান্ড পোর্ট অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্রা, টেকনিকেল ডিরেক্টর কর্ণেল গিত্তে, ল্যান্ড পোর্ট অফ ত্রিপুরার ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায় সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা।

এ-বিষয়ে আদিত্য মিশ্রা বলেন, মৈত্রী সেতু দিয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে যাত্রী চলাচল শুরু করার ক্ষেত্রে যাবতীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার জন্যই দুই দেশের যৌথ প্রতিনিধি দলের সফর। অস্থায়ী ইমিগ্রেশন সেন্টারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় ভাবাবেগে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে বিজু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বিজু চাকমা সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। আদিকাল থেকেই এই উৎসবের প্রচলন চলে আসছে। প্রত্যেক বছর এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। বিজু মূলত তিন দিন ফুল বিজু, মূলবিজু এবং গোচ্ছেপোচ্ছে বিজু।

বৃহস্পতিবার ছিল প্রথম দিন ফুল বিজু। সকল প্রাণীর মঙ্গলার্থে আজকের এই ফুল বিজু দিনে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে ধলাঝাড়ী মৈত্রী বুদ্ধবিহার কমিটির উদ্যোগেও সকালে একটি রেলি সংগঠিত করা হয়।

শেষে সরমা নদীতে ফুল ভাসানো হয়। চাকমা সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আরো আগামী দিনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকের সাথে মেলবন্ধন এই ফুল ভাসানো একটা বিরাট মুহূর্ত বলা চলে।

ফুল ভাসানো শেষে সবাই একত্রিত হয়ে ধলাঝাড়ী মৈত্রী বৌদ্ধ বিহারে এসে মিলিত হয়। তারপর বৌদ্ধ বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা শেষে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। প্রবীর লোধ লোধ নামে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার এক সাব-ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের অফিসে ইউডি ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন প্রবীর লোধ। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। অভিযোগ উঠেছে মহিলা সাব ইনস্পেক্টার মৌসমী দেববর্মার মানসিক অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রবীর লোধ।

পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার শঙ্কর দেবনাথ পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় নিযুক্ত ওই মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সদরের এসডিপিও এই তদন্ত করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারীক জানিয়েছেন, নিহত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে একটি মামলাও দায়ের করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেশী শক্তির আস্ফালন মেনে নেবে না রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। কোন ধরনের পেশী শক্তির আস্ফালন মেনে নেবে না সরকার। বৃহস্পতিবার টিএমসি হাসপাতালে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। কোন ধরনের পেশী শক্তির আস্ফালন মেনে নেবেনা সরকার। সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তি ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে। যাদের সামনে আগে যেতে হত, তারাই এখন চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায়। সৌজন্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এক্ষেত্রে বজায় রাখা হয়। কিন্তু আগে এটা হত না। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হত।

বৃহস্পতিবার সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এন্ড আম্বেদকর টিচিং হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিকেল এন্ড নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের যৌথ উদ্যোগে টি এম সি হাসপাতালে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যা গুলি নিরসনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রমোতেশ রায়, আম্বেদকর মেডিকেল কলেজের সুপার জয়ন্ত পোদ্দার সহ অন্যান্যরা।

স্বেচ্ছা রক্তদান হল মানব ধর্মের এক বিশেষ দিক। সমাজের প্রত্যেককেই এই মানবধর্ম পালন করা উচিত। তবেই এক সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। পূর্ব প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর ঘোষের মৃত্যুর সুষ্ঠ তদন্তের দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত না করার ফলে নিখোঁজের ৭ দিন পর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

দীপঙ্কর ঘোষের রহস্যজনক মৃত্যু

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল দীপঙ্কর ঘোষেকে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কাশীপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। তারপর একাধিক বার তার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো সাড়া মিলেনি। পর্বতী সময়ে পাড়ার সি সি ক্যামেরা খতিয়ে দেখে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানার পুলিশের কাছে কৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করেছিল। কিন্তু পর্বতী সময়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। অবশেষে বুধবারহাওড়া নদী থেকে দীপঙ্করের পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর দাবি, পুলিশের গাফিলতির কারনে মৃতদেহ ৭ দিন পর উদ্ধার হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, নিখোঁজ হওয়ার রাতেই মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানার পুলিশের কাছে ঘটনাটি জানানো হলেও তাঁরা দীপঙ্করকে খুজেঁ বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না পুলিশের। একাধিক বার থানায় যাওয়া হলে পুলিশের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁদের আরও অভিযোগ, মৃতদেহ উদ্ধারের ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও এখনোও পর্যন্ত দোষীদের খুঁজে বের করতে পারেননি পুলিশ। তাই আজ জেলা পুলিশ সুপারের নিকট মৃত্যুর সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

গোমতী নদীতে ফুল ভাসাতে গিয়ে মৃত্যু হল নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ এপ্রিল।। গোমতী নদীতে ফুল ভাসাতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেল নয় বছরের এক বালক। বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ নতুন বাজার থানাধীন নিজচন্দ্র পাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকাবাসী ও দমকল বাহিনী দীর্ঘ সাত ঘন্টার তল্লাশির পর বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। খবর পেয়ে দুপুরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন করবুক মহকুমা শাসক পার্থ দাস।

শাসক পার্থ দাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে জনজাতিদের ফুল বীজু উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গোমতী নদীতে ফুল ভাসাতে গিয়েছিল বিহান চাকমা (৯)। ওই এলাকার বাসিন্দা নয়ন মনি চাকমার ছেলে বিহান চাকমা। ফুল ভাসাতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেছে ওই বালক। খবর পেয়ে গোমতী নদীতে তল্লাশি শুরু করেন যতন বাড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় টানা সাত ঘন্টা নদীতে তল্লাশি চালিয়ে বিহান চাকমার মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দপ্তরে টাকা নেই, হন্যে হয়ে ঘুরছেন ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। সরকারি কাজের বকেয়া অর্থরাশি পাহাড় সমান হয়েছে। ঠিকাদারেরা ব্লকের দরজায় দরজায় ঘুরে রীতিমতো ক্লান্ত পড়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবর্ষ অনুযায়ী বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোপিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার সহ এইভাবে বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত মোট নয়টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার সংস্কার করা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের এই সংস্কার কাজগুলি স্থানীয় ঠিকাদারেরা কাজের বরাত পেয়ে রিতিমত বিশালগড় ব্লকের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে বিল জমা দেয়। কিন্তু এক বছরের উপরে হয়ে গেলেও ঠিকাদারেরা এখনো পর্যন্ত তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা পায়নি। যার ফলে ঠিকাদারেরা বিশালগড় আর ডি ব্লকের বিডিও সহ সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং বিশ্রামগঞ্জ স্থিত সিপাহীজলা জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলেও সবাই ঠিকাদারদের সময়ের পর সময় বেঁধে দেন। কিন্তু তারপরেও তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা মিলছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংক্রান্তির বাজারে সবজির দাম ঊর্ধমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বাঙালির বারো মাসের তের পার্বণের আরেক পার্বণ চৈত্র সংক্রান্তি। আর বিশু, মহাবিশু নামে এই পর্বগুলো চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। আধুনিক যুগে আজও তার ধারা বয়ে চলছে। এই দিনগুলিতে খাওয়া দাওয়া কি হবে তা নিয়ে ভোজন রসিক বাঙালির আগেই ঠিক করা থাকে। তবে এক্ষেত্রে নিরামিষ থাকে মূলত প্রধান খাদ্য। পাচন ও কাঁঠালের ইচর, তেতোঁ শাক, আমের ডাল দই ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হযে বাজারে ব্যবসায়ীরা নানা সবজির পসরা সাজিয়ে বসেন। ফলে দুদিন নিরামিষের জন্য নানা ধরনের সবজি বাজারে ওঠে।

সেই ভাবে সবজির দামও পার্বণের উপর প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে গ্রীষ্মকালের ফসল ঠিকমত এখনো বাজারে আসেনি। প্রচন্ড দাবদহে ফসল ফলাতে পারছে না কৃষকরা। ফলে চাহিদা অনুযায়ী সবজির জোগান অনেকটাই কম। সে ক্ষেত্রে বহিঃ রাজ্যের সবজির উপরেই বাজারে আশা ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। চন্দ্রপুরে বলদা খালের বাসিন্দা কৃষক হরিবল দেবনাথ বললেন এবার সময়ের ফসল সময়ে ফলাতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড রোদে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি বেড়ে গেছে। মাটি গরম হয়ে যাওয়া রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তার মতে এই সময়ে গ্রীষ্মকালের সবজি যেমন ঝিঙ্গে, পটল, শশা, বরবটি, কারকল, করলা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হত। বৃষ্টির অভাবে এখন এ ফসলের উৎপাদন অনেকটাই কমে গেছে।

তোলা জল দিয়ে শুকনো জমি ফসল ফলানো খুবই কষ্টকর। ফলে যে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তা বাজারে বিক্রি করতে গেলে ন্যায্য দামের চেয়েও বেশি দাম বিক্রি করতে হচ্ছে। এবার আসা যাক বাজারগুলিতে সবজির দামে কোনটা কত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৮৩ ▫ ১৪ এপ্রিল ২০২৩ ইং ▫ ৩০ চৈত্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৮ ফার্মা কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল

গত বছর ভারতের সংস্থার তৈরি কাশির ওষুধ খাইয়া উজবেকিস্তানে ১৮টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। নয়ডার ওই ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার তিন কর্মীকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছিল সেই সময়। এবার জাল ওষুধ তৈরির অভিযোগে ১৮টি ফার্মা কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নিয়ামক সংস্থা ডিসিজিআই। সম্প্রতি ২০টি রাজ্যের ৭৬টি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার দপ্তরে আচমকা পরিদর্শন চালায় ডিসিজিআইয়ের আধিকারিকরা। এর পরই কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে।আপাতত ১৮টি ফার্মা কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হইলেও নজরে রহিয়াছে আরও প্রায় শ'দেড়েক কোম্পানির উপরে। হিমাচল প্রদেশের ৭০টি কোম্পানি, উত্তরাখণ্ডের ৪৫টি কোম্পানি এবং মধ্যপ্রদেশের ২৩টি কোম্পানির বিরুদ্ধেও আগামী দিনে পদক্ষেপ করা হইতে পারে। ইতিমধ্যে তাহাদের কড়া নোটিশ দিয়াছে ডিসিজিআই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাল ওষুধ তৈরির গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে। যাহা প্রকৃত ওষুধের মানের ধারেকাছে নাই। জানা গিয়াছে, যে কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে জাল ওষুধ তৈরির অভিযোগ উঠিয়াছে, সেগুলি বেশিরভাগই হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। নোটিশ ধরানো

হইয়াছে হিমালয়া মেডিটেক, শ্রী সাই বালাজি ফার্মাটেকের মত একাধিক বড় কোম্পানিকে। পাশাপাশি ইজি ফার্মাসিউটিক্যাল, ভিল মান্ডালা, টে কাসাউলি, দিস্ত সোলান-সহ একাধিক কোম্পানির বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি কোম্পানির নির্দিষ্ট ওষুধের উপর ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।গত মাসে গুজরাটের ওষুধ নির্মাণকারী সংস্থা জাইডাস লাইফ সায়েন্সেস ৫৫ হাজারেরও বেশি জেনেরিক ওষুধের বোতল আমেরিকার বাজার থেকে তুলিয়া নেয়। বাতের ব্যথার ওষুধ ছিল সেগুলিতে। মানের পরীক্ষায় ব্যর্থ ইয়ছিল ওষুধগুলি। সে কারণেই সংস্থাটি ওষুধ তুলিয়া নিতে বাধ্য হোছিল। এবার সরাসরি ডিসিজিআইয়ের তরফেই ১৮টি ওষুধের কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করা হল।

গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাই কোর্টে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : পুরনো মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার দুপুরেই অগ্নিমিত্রার মামলাটির শুনানি হতে পারে।

উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার অভিযোগে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ঘনিষ্ঠমহলে বিজেপি নেত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন। তাই গ্রেফতারি এড়াতে আগাম উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি।গত ৩ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে শুভেন্দু অধিকারীর সভা ঘিরে গোলমালের জেরে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আনা হয়েছিল বিজেপি নেতা দীপক হালদার এবং প্রদ্যোৎ বৈদ্যর বিরুদ্ধেও। তাঁদের বিরুদ্ধে ৫টি এফআইআর দায়ের হয়। গত ৯ ডিসেম্বর অবশ্য এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা তিন অভিযুক্তকে রক্ষাকবচ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ ওই তিন জনকে গ্রেফতার করতে পারবে না। অগ্নিমিত্রার আইনজীবী জানিয়েছেন, ফের রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী নেত্রী।

৩ ডিসেম্বর কাঁথিতে শুভেন্দুবাবুর বাড়ির একদম সামনে সভা করতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাচক্রে, ওই একই দিন ডায়মন্ড হারবারে সভার আয়োজন করেন শুভেন্দুবাবুও। বিজেপির অভিযোগ ছিল, সভার আগের দিন রাতে অর্থাৎ, ২ ডিসেম্বর রাতে ওই সভাস্থলে ভাঙচুর চালান তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী। কিন্তু এর পর বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা এবং ওই দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনা হয় তৃণমূলের তরফে। এই নিয়ে কুলপি এবং উস্তি থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। এই ঘটনায় সরব হন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুবাবু দাবি করেন, বিজেপির করা অভিযোগে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করলেও তৃণমূলের করা অভিযোগে পুলিশ পদক্ষেপ করছে। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেও সরব হন শুভেন্দুবাবু।

ফের বোমা উদ্ধার মুর্শিদাবাদে

হরিহরপাড়া, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : ফের বোমা উদ্ধার মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় একটি ব্যাগ থেকে সাতটি বোমা উদ্ধার করে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। ঘটনার খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডে। তবে কে বা কারা, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই বোমা মজুত করেছিল তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে হরিহরপাড়া থানার জিতারপুর এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। একটি ব্যাগ থেকে সকেট বোমাগুলি উদ্ধার করে তারা। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াড টিমকেও। এর আগে গত ২১ ডিসেম্বর ৯ টি, ১ এপ্রিল ৫ টি সকেট বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আবারও আজ বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই জেলায় জেলায় বোমা-গুলি এবং অস্ত্রশস্ত্রের হদিশ মিলছে। বিশেষ করে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনায় প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটে তাদের শায়েস্তা করার জন্যই শাসকদল এই সব অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখছে। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ।

হরিয়ানার ১২৪টি স্কুল পরিণত হবে পিএমশ্রী স্কুলে

চণ্ডীগড়, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : হরিয়ানায় ১২৪টি সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলকে পিএমশ্রী স্কুলের মর্যাদা দেওয়া হবে। বুধবার রাতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পরে হরিয়ানা অবিলম্বে কার্যকর নতুন শিক্ষা অধিবেশন সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। এখন সবার আগে এসব বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিশুদের ভর্তি শুরু হবে।শিক্ষা পরিচালক সমস্ত জেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকদের পিএমশ্রী স্কুল চালু করার জন্য আদেশ জারি করেছেন। সমস্ত স্কুল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ, আহত কমপক্ষে ৩০ জন মহিলা

জম্মু, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির ছাদ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন মহিলা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুঞ্চ জেলার খানেতার গ্রামে। আহতদের উদ্ধার করে পুঞ্চ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পুঞ্চ জেলার খানেতার গ্রামে জাকির হোসেন শাহের বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে। ওই পরিবারের একজনের মৃত্যুতে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন শোক জানানোর জন্য। সেই সময় আচমকাই বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন মহিলা।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর কিছু অজানা তথ্য

১৮৯০ এর দশক। মহর বর্ণের অন্তর্গত একটি দরিদ্র বাড়ির ছেলেকে স্কুলে ক্লাসের বাইরে বসানো হয়েছিল, তাকে অন্যদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হয়নি। তিনি প্রতিদিন বাড়ি থেকে স্কুলে বসার জন্য ব্যবহৃত তার আসনটি নিয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়, তিনি জল খেতে চাইলে স্কুলের পিয়ন উঁচু থেকে তার হাতে জল ফেলে দিতেন। অবাক হচ্ছেন? এটাই সত্যি, এই দশকে এটি ছিল অস্পৃশ্যতার চরম স্তর। আর এই অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছিলেন ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বি.আর আম্বেদকর। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। প্রতি বছর এই ৬ ডিসেম্বর দিনটি "মহাপরিনির্বাণ দিবস" হিসেবে পালিত হয়। বাবা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্যই এই দিবস পালন করা হয়।

তথাকথিত নিম্ন বর্ণের একজন নিষ্পাপ শিশু কীভাবে এমন পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে? এই পরিস্থিতিগুলি তার মনে কী প্রভাব ফেলেছিল? কীভাবে এটি তার আত্মমর্যাদাকে প্রভাবিত করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্ন থেকেই যায়।

ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, যিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত, ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বাবার নাম রামজী শাকপাল। যিনি ছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সুবেদার এবং তাঁর মাতার নাম ভীমাবাই।

বি. আর. আম্বেদকর জাতিতে ছিলেন মহর। যেই জাতিকে তৎকালীন ভারতের অস্পৃশ্য হিসাবে মানা হত। নিচু জাতির কোনও মানুষ ভুল করে উঁচু জাতির কোনও মানুষকে বা বস্তুকে স্পর্শ করলে তা অপবিত্র হিসেবে মানা হত। এমনকি তৎকালীন ভারতের এরকম জটিল পরিস্থিতিতে নীচু জাতির কোনও ছেলেই বিদ্যালয়ে পড়তে চাইতো না এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অপমান এবং খারাপ ব্যবহারের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ত্যাগ করতে হতো। এই সমস্ত কিছু অপমানকে সহ্য করেই তিনি এগিয়ে যান তাঁর জীবনের লক্ষে। প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরোনোর পর তিনি এলফিনস্টোন উচ্চ বিদ্যালয়, এলফিনস্টোন কলেজ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেছেন।

ছাত্র হিসেবে অনেক বৃত্তি অর্জন করলেও তাঁর জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট কোম্পানিতে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে একটি ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। তবে অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে এগুলিতে তিনি খুব বেশি সফল হননি। পরে তিনি মুম্বইয়ের একটি কলেজে রাজনীতির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয় হলেও নিচুজাতের কারণে সহ শিক্ষকদের দ্বারাও তাঁকে বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

এই সবের কারণের জন্য আম্বেদকর প্রায়শই অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের মধ্যেই তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন ভারতবর্ষের সেবাতেই উৎসর্গ করেছিলেন। দলিত শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক উন্নয়ন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন, যা তৎকালীন ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষদের জন্য পৃথক ভোটাধিকারের প্রস্তাব করেছিল। তবে, গান্ধীজি তখন ভেবেছিলেন যে এ জাতীয় পদক্ষেপে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি হতে পারে। তাই তিনি আম্বেদকর ও মদন মোহন মালব্য এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘকালীন চিন্তাভাবনা ও আলোচনার পরে নিচুস্তরের মানুষদের জন্য কিছু আসনগুলি সংরক্ষিত রাখতে সফল হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আম্বেদকরকে প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। তারপরে তাকে সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সে কারণেই তিনি আজ ভারতীয় সংবিধানের জনক হিসেবে পরিচিত। সংবিধান নাগরিকদের পৃথকভাবে অধিকার ও কর্তব্যের নিশ্চয়তা দিলেও ডঃ আম্বেদকর সিভিল সার্ভিস, স্কুল ও কলেজগুলিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আলাদাভাবে আসন সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বিতর্কিত বই প্রকাশ করেন।যার মধ্যে একটি ছিল 'Thoughts on Pakistan' যেখানে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। আম্বেদকর ভারতবর্ষকে এক আলাদা নজরে দেখতেন। তাই তিনি অবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে স্বাধীন হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যে কারণে ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার পক্ষের নেতাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তর ১৯৫০ সালে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপরে ১৯৫৬ সালে তিনি 'The Buddha and his Dhamma' গ্রন্থটি লেখা সম্পন্ন করেন।

আম্বেদকর ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর মারা যান। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্মৃতিসৌধটি দিল্লির আলিপুর রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির সম্পদ আম্বেদকরকে তাঁর জন্মদিনে জানাই শতকোটি প্রণাম।

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের অবদান যেন ভুলে না যাই

কারিশমা ইরিন

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষের অবদান যেন ভুলে না যাই 'সেদিন ছায়ায় এসো; হানো যদি কঠিন কুঠারে, / তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;/ ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন/ একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।'কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী' কবিতায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে প্রাণিকুলে ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষের নিঃস্বার্থ অবদানের কথা। বৃক্ষ আমাদের ফুল, ফল ও বিশুদ্ধ বাতাসের জোগান দেয়। বৃক্ষের এ ত্যাগের বৈশিষ্ট্যে বিমোহিত হয়ে কবি- সাহিত্যিকেরা বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে বৃক্ষরাজের বৈশিষ্ট্য ধারণ করো, বৃক্ষের মতো পরের কল্যাণে আত্মত্যাগী হও। কিন্তু বৃক্ষের এত ত্যাগের মহিমা আদৌ কি আমরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি?

যেখানে একজন মানুষের খাদ্য ছাড়া ২১ দিন এবং জল ছাড়া ৩ দিন বাঁচার সম্ভাবনা থাকে (স্বাস্থ্যভেদে ভিন্ন), সেখানে অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে মাত্র কয়েক মিনিট। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক অক্সিজেনের সবচেয়ে বড় উৎস বৃক্ষ নিধন করতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করি না। তথ্য অনুযায়ী, একজন মানুষের বার্ষিক যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অক্সিজেন সাত থেকে আটটি পূর্ণবয়স্ক গাছ বাতাসে ছাড়তে পারে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে আমরা যে পরিমাণ বৃক্ষ নিধন করি, তার অর্ধেক পরিমাণ বৃক্ষও রোপণ করি না। দীর্ঘ মেয়াদে এটি জলবায়ুর পরিবর্তনে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে বৃষ্টি কমে যাচ্ছে, কোথাও দেখা দিচ্ছে খরা, আবার কোথাও কোথাও অসময়ের বন্যায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, বৃক্ষনিধনের কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউস ইফেক্ট। ফলস্বরূপ, বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা।

গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের বনভূমি কমেছে প্রায় ৬৫ হাজার হেক্টর। যেখানে একটি দেশে মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার, সেখানে দ্য ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের আছে মাত্র ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এ পরিমাণ ১৭ শতাংশ। বনভূমির সংকটের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের দেশের ঋতুচক্রে। এ কারণে দেখা যাচ্ছে শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টি হতে, আবার বর্ষাকালে দেখা যায় বৃষ্টির কোনো খোঁজ নেই। একইভাবে শরতে দেখা যায় বৃষ্টি। এ পরিবর্তনগুলোর জন্য দায়ী আমরা মানুষেরাই। বৃক্ষনিধনের কারণে প্রকৃতির এ চিরায়ত নিয়মগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যা পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ওপর যথেষ্ট খারাপ প্রভাব ফেলছে।

বৃক্ষ যে শুধু আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই সাহায্য করে তা কিন্তু নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি কাজের সঙ্গে বৃক্ষ কোনো না কোনোভাবে জড়িত। ঘরবাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে আসবাব তৈরি, খাবারের চাহিদা, শাকসবজি, ফলমূল, ওষুধসবকিছুর জন্যই আমরা বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি বৃক্ষ শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, বায়ুদূষণ রোধ করতেও সাহায্য করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এক হেক্টর পরিমাণ মাঝারি বন প্রায় ১০ ডেসিবেল শব্দদূষণ প্রতিরোধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেবদারু প্রজাতির গাছ কৃত্রিম শব্দ শুষে নিয়ে পরিবেশকে রাখে কোলাহলমুক্ত, তীব্র থেকে তীব্রতর শব্দও বাধা পড়ে এ গাছের পাতার আড়ালে। তাই পরিবেশবিদেরা বিভিন্ন শহরাঞ্চলের শব্দদূষণ রোধে রাস্তার দুপাশে বেশি করে এই গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

বায়ুদূষণ ও মাটিদূষণ প্রতিরোধেও বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা কারণে-অকারণে যে পরিমাণ বৃক্ষ নিধন করছি, এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে। বাড়বে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। বন্যায় প্লাবিত হবে দেশের নিম্নাঞ্চল। বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ অসহনীয় পরিমাণে বেড়ে যাবে, যার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হব আমরা মানুষেরাই।

ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালালে যুক্তরাষ্ট্র-ন্যাটোর জন্য তা হবে মৃত্যুফাঁদ

স্টিফেন ব্রায়েন

যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায় বসন্তের শেষে ইউক্রেন বড় ধরনের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ হামলার পরিকল্পনা এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন ইউক্রেনের খেতখামার ও পথগুলো ভেজা থাকবে। সে অবস্থায় খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সাঁজোয়া যানগুলো চালানো সম্ভব নয়; কাঁচা সড়কে সেগুলো চালানো সত্যেই কঠিন।

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সামরিক অভিযানের জন্য ইউক্রেন তাদের ১২টি ব্রিগেডকে প্রস্তুত করেছে। এই ১২টি ব্রিগেডের ৯টি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাঁজোয়া যান এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। অন্য তিনটি ব্রিগেড পুরোনো আমলের রাশিয়ান সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, যেগুলার কিছু কিছু ইউক্রেন আধুনিকায়ন করেছে। ফাঁস হওয়া নথি অনুসারে, এই আক্রমণ থেকে ইউক্রেন বড় অর্জন প্রত্যাশা করছে। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। ইউক্রেনের পক্ষের বড় পৃষ্ঠপোষক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালেরও এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, ফাঁস হওয়া নথিগুলোই ভিন্ন কথা বলছে। এগুলো বাইডেন প্রশাসনের বেপরোয়া অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে সহযোগিতা করবে। প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনের বসন্ত শেষের এই আক্রমণপরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো এবং এমনকি আমেরিকার এশীয় মিত্রদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠবে। একটি ব্রিগেডে সাধারণত তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার সেনা থাকেন। সর্বোচ্চ সংখ্যাটি ধরে নিয়ে হিসাব করলে ইউক্রেন ৬০ হাজার সেনা দিয়ে পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এ আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো সেভাস্তোপল নয়, বরং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলোর ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে ফলপ্রসু হবে না। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। যাহোক, ইউক্রেন যদি পারে, তাহলে তারা একই সঙ্গে ক্রিমিয়া ও সেভাস্তোপলে আক্রমণের কিছু প্রচেষ্টা নিতে পারে। এ আক্রমণপরিকল্পনার বড় অংশটিই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত। ইউক্রেন বিষয়ে তিনি বাইডেন প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবেএ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে ন্যুল্যান্ড কোনো রাখঢাক করেননি।

ন্যুল্যান্ড একজন গোঁড়া রাশিয়ানবিরোধী ও পুতিনবিরোধী। পুতিন সরকারের পতন তিনি দেখতে চান। তাঁর দৃষ্টিতে সেটা অর্জন করতে হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিজয় অর্জন করতে হবে ইউক্রেনকে। এর অর্থ হলো রাশিয়ার কাছে খোয়ানো প্রতি ইঞ্চি ভূমি পুনর্দখল নিতে হবে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ন্যুল্যান্ডের এই ভাবনার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের দীর্ঘ একটি ইতিহাস রয়েছে। ওবামা প্রশাসনের সময় তিনি মায়দান আন্দোলনের সেই বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, যারা ইউক্রেনের নির্বাচিত (রাশিয়াপন্থী) সরকারকে উৎখাত করেছিল।

সে সময় ইউক্রেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের গোপন কথোপকথন ফাঁস হয়েছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইউক্রেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের পরিবর্তে বিকল্প প্রেসিডেন্ট কে হবেন। ২০১০ সালের নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচ বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম দোনেস্ক অঞ্চলে। বর্তমানে তিনি রাশিয়ায় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পথ হওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেনের সেই অভ্যুত্থানে মদদ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর পর থেকে ইউক্রেনের রুশভাষী অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ ইউক্রেনের কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেননি। ২০১৯ সালে জেলেনস্কি যে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, সে নির্বাচনেও তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকেন। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া এবং ২০২২ সালে খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে রাশিয়া ফেডারেশনের অংশ করে নেয় পুতিন সরকার।

ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণপরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমর্থন থাবার পরও সেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বাধার মুখে পড়বে। এর একটা বড় কারণ হলো, ন্যাটো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার তুলনায় ইউক্রেনের নয়টি ব্রিগেডে পশ্চিমা সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা অনেকটাই কম। আবার যেগুলোও আছে সেগুলোর নানা দেশের তৈরি। এ ধরনের বিসদৃশ সাঁজোয়া যান এবং সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ খুব সহজ নয়। আবার কোনোটাতে ত্রুটি দেখা দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে মেরামত করা একেবারেই অসম্ভব। ইউক্রেনীয়দের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যদি ট্যাংকসহ সাঁজোয়া যান হারায়, তাহলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। পোল্যান্ড ও রুমানিয়ায় কয়েকটি মেরামত স্টেশন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকেই মিলছে যে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের রাশিয়ান বাহিনীর হামলায় সেগুলো ধ্বংস হয়েছে অথবা গোলাবারুদ একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ইউক্রেনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেয়, তারপরও অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া সেটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এর অর্থ হচ্ছে, আকাশ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ানদের আধিপত্য থাকবে। যেকোনো আক্রমণের ক্ষেত্রে তারা সেই সুবিধাকে ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধ কাজে লাগাতে পারবে। এ ছাড়া, পর্যাপ্ত গোলাবারুদের সরবরাহ নিশ্চিত না করতে পারাটাও এই পরিকল্পনার প্রধান একটি সমস্যা। পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের এই চিত্রে আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। ইউক্রেনের চাহিদামাফিক অত্যাধুনিক সাঁজোয়া যান ও ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার সামর্থ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের না হওয়া পর্যন্ত কিয়েভ অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সম্ভবত তার জন্য আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। যাহোক, এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে রাশিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে না। ইউক্রেন ইস্যুতে এখন বাইডেন প্রশাসন যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক মীমাংসার বিরোধী। একটা গুজব আছে যে বাইডেন প্রশাসন জেলেনস্কি সরকারকে আরও নমনীয়তা দেখাতে বলেছে, কিন্তু এর সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ন্যুল্যান্ড ও অন্য অনেকে রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের চুক্তির বিরোধী। কিন্তু ভিন্ন চিন্তার লোকেরাও রয়েছেন বাইডেন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে পশ্চিমাদের জন্য মরণফাঁদ হবে। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ন্যাটোর ওপরও বড় চাপ তৈরি হয়েছে। ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডার অনেকটাই খালি হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনপন্থী ইউরোপীয় রাজনীতিকেরাই এখন যুদ্ধ নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এ ছাড়া নর্ডস্টিম পাইপলাইন ধ্বংসের ঘটনাটি জার্মান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও প্রভাব ফেলেছে।

তৃতীয়ত, ফিনল্যান্ড ন্যাটোর নতুন সদস্য হওয়ায় এখন আরও বড় সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ন্যাটোকে। শুধু ইউক্রেনের সীমানা রক্ষা নয়, ফিনল্যান্ডের সীমানাও রক্ষা করতে হবে তাদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর-পূর্ব ভারতকে যুক্ত করে বাংলাদেশে শিল্পাঞ্চল তৈরির প্রস্তাব জাপানের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। এবার ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করে বাংলাদেশে একটি শিল্পাঞ্চল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে জাপান। প্রস্তাবিত শিল্পাঞ্চলের পণ্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নেপাল ও ভুটানে পৌঁছে দিতে সমুদ্রবন্দর উন্নয়নসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেশটি। বুধবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ঢাকার সংবাদ মাধ্যম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ভারত সফর করেন। তার ঐতিহাসিক সফরের পরপরই শিল্পাঞ্চলের প্রস্তাবটি জানালো জাপান। প্রস্তাবিত শিল্পাঞ্চল থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যেখানে প্রায় ৩০ কোটি মানুষের বসবাস এবং বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এলাকায় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী। কিশিদার ভারত সফরের পর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে বাংলাদেশে বিনিয়োগে ১২৭ কোটি মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে জাপান সরকার। এর মধ্যে মাতারবাড়ী অঞ্চলে নতুন একটি বাণিজ্যিক সমুদ্রবন্দর হবে। এর সঙ্গে ত্রিপুরাসহ ভারতের স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সংযুক্ত করা হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তৃত করাই এর লক্ষ্য।

ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোশি সুজুকি মঙ্গলবার ত্রিপুরার আগরতলায় ভারতীয়, বাংলাদেশি এবং জাপানি কর্মকর্তাদের বৈঠকে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রস্তাবটি ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের জন্যই লাভজনক হতে পারে। তিনি আরও বলেন, গভীর সমুদ্রবন্দরটি ২০২৭ সালের মধ্যে চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ঢাকাকে ভারতের স্থলবেষ্টিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জাপানের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। এদিকে এটি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি জাপান ও অন্যান্য বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার খুলে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। জাপানের রাষ্ট্রদূত সুজকি আরও বলেন, বর্তমানে তিন শতাধিক জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করছে। শিল্প উৎপাদন বাড়ানো এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দুই দেশের মধ্যে সামনে আরও অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি হতে পারে। জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদার আমন্ত্রণে আগামী ২৫ থেকে ২৮ এপ্রিল জাপান সফরের কথা রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার।

বাংলাদেশি স্বামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় তরুণীর যৌতুকের মামলা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। ভুক্তভোগী তরুণী বর্তমানে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের চতুর্থ বর্ষে পড়ছেন। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশি যুবক আব্দুল ওয়াকিলের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় তার। পরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজধানী ঢাকার সূত্রাপুর থানায় মো. আব্দুল ওয়াকিল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় এক তরুণী যৌতুকের মামলা করেছেন। সোমবার ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ও ভারতীয় ভুক্তভোগী তরুণী বাদী হয়ে এই মামলা করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে মেডিকেলে পড়ালেখা করতে বাংলাদেশে আসেন ভুক্তভোগী তরুণী। বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের চতুর্থ বর্ষে পড়ছেন। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশি আব্দুল ওয়াকিলের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে ওয়াকিল তাকে ধর্মান্তরিত হতে বলেন। ২০২২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ওই তরুণী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। একই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বরে ঢাকা জজ কোর্ট থেকে এভিডেভিড করে এক লাখ টাকা কাবিননামায় তারা বিয়ে করেন। আরও বলা করা হয়েছে, কলকাতায় ওই তরুণীর অনেক সম্পত্তি আছে জেনে ওয়াকিল যৌতুক দাবি করতেন। এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করলে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে বললে ওয়াকিল বিভিন্ন ধরনের টালবাহানা করে তাকে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যেতেন এবং মাঝে-মধ্যে হোটেলে একসঙ্গে থাকতেন তারা। বর্তমানে ভারতীয় তরুণী ৯ সপ্তাহের অন্তঃসত্তা। গত ৫ মার্চ বিষয়টি জানালে ওয়াকিল তাকে গর্ভপাত করতে বলেন। প্রতিবাদ করলে তাকে চড়থাপ্পড় মারেন। ১০ লাখ টাকা তাকে না দিলে তালাক দেবেন বলে হুমকি দিয়ে চলে যান। অভিযুক্ত যুবককে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ভুক্তভোগী তরুণী নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ভারতীয় তরুণী বলেন, আমাকে নিয়মিত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আপত্তিকর ভিডিও পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকিতে আছি। তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হোক। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার উপপরিদর্শক মো. ফিরোজ আলী বলেন, যৌতুকের জন্য মারধর করার অভিযোগে ভারতীয় এক তরুণী মামলা করেছেন। এ মামলাটির তদন্ত চলছে। আসামি গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে আত্মনির্ভর ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোজগার মেলার একটি অনুষ্ঠানে নব নিযুক্তদের হাতে প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে যোগ দেবেন তাঁরা। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বৈশাখীর এই শুভ দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৭০ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। একটি রিপোর্ট অনুসারে, স্টার্টআপগুলি ৪০ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাকরি তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আত্মনির্ভর ভারত দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। খেলনা শিল্পকে উন্নত করা হয়েছে, যার ফলে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ৭০ হাজারের বেশি যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন, আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। এনডিএ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছে। গতকাল মধ্যপ্রদেশেই ২২ হাজারের বেশি শিক্ষকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'নতুন ভারতের তরুণ প্রজন্ম নতুন যুগের প্রযুক্তিতে নিযুক্ত হচ্ছে এবং ড্রোন তৈরিতে ও ড্রোন পাইলট হওয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে জড়িত হচ্ছে। পরিকাঠামো প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং যুবশক্তির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বন্দর সেক্টরেও উন্নয়ন হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেক্টরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠছে। প্রতিটি পরিকাঠামো প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কৃষি সেক্টরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়িয়েছে।

ইয়েচুরির সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : বিরোধীদের একত্রিত করার প্রচেষ্টায় বৃহস্পতিবার সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে দেখা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

বৈঠকের পরে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, আমাদের দল এবং বাম দলগুলি বিশ্বাস করে যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির একত্রিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশ ও সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। এজন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে পরাজিত করা খুবই জরুরি। অন্যান্য দলগুলির সাথেও আলোচনা চলছে। নীতীশ কুমার এবং সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের ভূমিকা হল যতটা সম্ভব দলকে সংযুক্ত করা উচিত।

বিরোধীদের এক ফ্রন্টে লড়াইয়ের বিষয়ে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি আলাদা। কেরলের মুখোমুখি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট।

ফ্রন্ট গঠিত হলে ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের মত নির্বাচনের পরই গঠিত হবে।

আজ থেকে জয়পুরে শুরু মহিলা-২০ বৈঠক

জয়পুর, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : আজ বৃহস্পতিবার থেকে জয়পুরে দ্বিতীয় মহিলা-২০ আন্তর্জাতিক সভা শুরু। দুদিন ধরে রাজস্থানের জয়পুরের ললিত হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈঠকে ১৮টি জি-২০ দেশের ১২০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করবেন এবং বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে এবং বিশ্বব্যাপী মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে উন্নীত করতে আলোচনা করা হবে।

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় সভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে তিনটি সেশন হবে।

মহিলা-২০-এর সভাপতি ডঃ সন্ধ্যা পুরেচা জানিয়েছেন, উদ্বোধনী অধিবেশনে ডঃ শমিকা রবি, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইন্দিভার পান্ডে, কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব, উষা শর্মা, মুখ্য সচিব, সরকারের রাজস্থান, জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত ভাষণ দেবেন।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত সভার মূল বিষয় হল- "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য মহিলাদের অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং মহিলাদের নেতৃত্বে একটি টেকসই ভবিষ্যত"। মহিলা-২০ ভারত তার এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে চারটি কৌশল গ্রহণ করেছে - সহযোগিতা করুন, যোগাযোগ করুন এবং ঐক্যমত তৈরি করুন এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়ন করুন। ভারতের মহিলা-২০ এজেন্ডায় পাঁচটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র রয়েছে - উদ্যোক্তাতায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, তৃণমূল স্তরে মহিলাদের নেতৃত্ব, লিঙ্গ ডিজিটাল বৈষম্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

'সিভিক নিয়োগ নয়, পুলিশ নিয়োগ করা উচিত সরকারের' বার্তা হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : পুলিশে নিয়োগ নিয়ে আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত রাজ্য সরকারের। শুধুমাত্র সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে সমস্যার সমাধান হবে না। বৃহস্পতিবার রাজ্যকে বার্তা দিল কলকাতা হাই কোর্ট। এই বার্তা দেওয়ার সময় বিচারপতির মুখে উঠে আসে আনিস খানের মৃত্যু প্রসঙ্গও।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, "রাজ্যের আসল সমস্যা হল পুলিশে নিয়োগ না করা। ফলে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের উপর ভরসা করতে হচ্ছে। পুলিশের কাজ সিভিক ভলান্টিয়াররা করছে। কনস্টেবল, এসআই এবং এএসআই নিয়োগ করা না হলে উপায়ও নেই।" তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয় আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনাতেও দু'জন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই রাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন।"

সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে পুলিশের ঘাটতি মেটানো হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি মান্থা। তিনি বলেন, "অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, পুলিশের ঘাটতি মেটাচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ার। তাই পুলিশে নিয়োগ না করলে এ ভাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দিয়ে নিচুতলার আইনশৃঙ্খলার চেষ্টা করা হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।" অতীতেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে 'দাদাগিরি'র অভিযোগ এনেছেন সাধারণ মানুষ। কয়েক দিন আগে এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে বেহালার সরশুনা থানার বিরুদ্ধে। পরিবারের অভিযোগ, দু'জন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায়। সঙ্গে ছিল পুলিশও। তার পর থেকে আর ওই যুবকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় যুবকের পরিবার। এর পর সিভিক ভলান্টিয়ারদের দায়িত্ব বেঁধে দিয়ে রাজ্য পুলিশকে নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী ভূমিকা রয়েছে এবং কোন কোন কাজে তাঁদের ব্যবহার করা হয়, সে প্রসঙ্গেও রাজ্য পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছিল আদালত।

কলকাতা হাই কোর্টের সেই নির্দেশের পরই সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টরেট। সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী কাজ করতে হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এ-ও জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও আইন প্রয়োগ তাঁরা করতে পারবেন না। শুধুমাত্র পুলিশকে সাহায্য করতে পারবেন।এর পর বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানির দিন পুলিশ নিয়োগ নিয়েও রাজ্যকে উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

আচমকা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : ক'দিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচমকা সফরের পর ফের আচমকা সফর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ আচমকা তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।

আচার্য সিভি আনন্দ বোস বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে সোজা ভিতরে যান। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়ার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শিক্ষার পরিকাঠামো, পঠন পাঠন-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে তিনি কথা বলেন বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সিভি আনন্দ বোস।

অন্যদিকে এদিন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে কাছে পেয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় সিপিএম এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই। জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এসএফআই রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। একইসঙ্গে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিও তোলে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা। প্রসঙ্গত এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গত ১০ এপ্রিল সারপ্রাইজ ভিজিট করেন রাজ্যপাল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি ছাড়াই হঠাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান তিনি। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনাও করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আজ অসমে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার অসম সফরে যাচ্ছেন। সেখানে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। গুয়াহাটিতে বিহু উৎসবে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ১১ হাজারেরও বেশি নৃত্যশিল্পী এই উৎসবে অংশ নেবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। গুয়াহাটিতে এইমস-এর উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নলবাড়ি, কোকরাঝাড় ও নগাঁও জেলার একাধিক মেডিকেল কলেজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। গুয়াহাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, নামরূপে অবস্থিত অসম পেট্রো কেমিক্যালস লিমিটেডের ৫০০-টিপিডি মিথানল প্ল্যান্টের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পলাশবাড়ী-সুওলকুচি সেতু এবং আইআইটি- গুয়াহাটিতে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন, অমিত শাহ নিজেই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানা যায়নি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ কর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আজ মুক্তি পাচ্ছে সাকিব অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : বিশ্ব ক্রিকেটের এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ক্রিকেটের ২২ গজে যেমন রাজত্ব করেন তেমনি খেলার বাইরেও সপ্রতিভ। ব্যবসার জগৎ থেকে বিজ্ঞাপনের পর্দা; সাকিব আছেন সর্বত্র। তাই তো তিনি হাসতে হাসতে বলতে পারেন, যে পারে সবই পারে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই পোস্টার বয় এবার নাম লিখিয়েছেন অভিনয়েও।

চৈত্রের শেষদিনে তাই সাকিব আল হাসান হাজির হচ্ছেন ভক্ত-সমর্থকদের জন্য নতুন বছর ও ইদের বিশেষ উপহার নিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার মুক্তি পাচ্ছে সাকিব আল হাসান অভিনীত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "অমলিন থাকুক প্রতিটি হাসি।" সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের ভক্তদের সঙ্গে খবরটি শেয়ার করেছেন তিনি। এটি মূলত একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির জন্য নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। পবিত্র রমজান মাসের সংযম ও ত্যাগকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত? দৃষ্টিশক্তি অবধি হারাতে হতে পারে

ডায়াবেটিসের প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গেই বৃদ্ধি পাচ্ছে ডাইবেটিজনিত জটিলতা। ডায়াবেটিস সম্পর্কে এখন কমবেশি পরিচিত সবাই। তবে ডায়াবেটিস যে মৃত্যুঝুঁকি পর্যন্ত বাড়ায় তা অনেকেরই অজানা। অথচ জীবনযাপনে কিছু পরিবর্তন আনলেই ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

মূলত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হয়। আপনি যদি হাই ব্লাড সুগার বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন তাহলে আপনার অজান্তেই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আর আপনি টেরও পাচ্ছেন না। শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বাঁধলে অনেকসময় প্রথমেই তার লক্ষণ ফুটে ওঠে না ফলে বিপদ আরও বাড়ে। আবার অনেকসময় ডায়াবেটিসের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায়। জেনে নিন, ডায়াবেটিস হলে কোন লক্ষণ গুলি দেখা যায় এবং তাতে শরীরের কোন অঙ্গ গুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চোখ: ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে সবার আগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় চোখ। ডায়েবেটিস রেটিনোপ্যাথি চোখের অন্যতম গুরুতর একটি সমস্যা। এছাড়াও ডায়াবেটিসের কারণে কনজাংটিভার ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত ডায়াবেটিস দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। চোখে ছানির কারণও কিন্তু এই ডায়াবেটিস। এমনকি জুভেনাইল ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের খুব অল্প বয়সেই চোখে ছানি পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম থেকে কড়া হাতে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ না করলে পরে দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।

হার্ট: অত্যধিক ডায়াবেটিস সরাসরি আমাদের হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করে। যে কোনও ধরণের হার্টের সমস্যার অন্যতম কারণ হল এই ডায়াবেটিস। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে তা সরাসরি রক্তনালীর ক্ষতি করে। রক্তনালীই আমাদের মস্তিষ্ক ও হার্টে অক্সিজেনের যোগান দেয়। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার প্রভাব পরে হার্টের উপর। এতে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কিডনি: কিডনিকে বলা হয় 'সাইলেন্ট কিলার।' কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হলে আপনার অজান্তেই সে যে একাধিক বিপদ ডেকে আনছে আপনি তা আঁচও করতে পারবেন না। আর ডায়াবেটিসের প্রভাব কিন্তু কিডনির উপরও পরে। অত্যধিক ডায়াবেটিসের ফলে ডায়াবেটিক কিডনি রোগের মতো জটিল রোগ দেখা দেয়।

পা:

ডায়াবেটিসের ফলে রক্তসঞ্চালনে প্রভাব পরে। ফলে অনেকসময়ই পায়ের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। এটিকে আমরা সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাই। এতেই বিপদ বাড়ে। কারণ অনিয়ন্ত্রত ডায়াবেটিসের কারণেই এই ধরণের সমস্যা হয়। এছাড়াও ডায়াবেটিস স্নায়ুর ক্ষতি হয় বলে অনেকসময় পা অবশ হয়ে আসে এবং সেই সঙ্গেই পায়ে কোনোও ব্যথা বা কিছু অনুভূতি থাকে না এটিও ডায়াবেটিসেরই লক্ষণ।

যে সব সাধারণ লক্ষণ দেখলে সতর্ক হতে হবে:

১. ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া
২. খিদে বেড়ে যাওয়া
৩.দুর্বল লাগা
৪. মিষ্টিজাতীয় খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

নীল ষষ্ঠীর উপবাস সেরে দুপুরে বানিয়ে নিন শ্যামা চালের খিচুড়ি

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন পালন করা হয় নীল ষষ্ঠী। বাংলার লোকায়ত ধর্মীয় উতসবগুলির অন্যতম হল এই নীলষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গল কামনা করে এদিন নির্জলা উপবাস পালন করেন বাংলার মায়ের। এই ষষ্ঠীর নাম নীল হলেও মূলত মহাদেবের আরাধনা করা হয়। সকাল থেকে উপবাসে থেকে পুজো দিয়ে তবেই জল খান মায়েরা।

সন্তানবতী মায়েরা সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা এই ব্রত পবালন করেন বলে নীল ষষ্ঠীর সঙ্গে প্রচলিত কথা হল — 'নীলের ঘরে দিয়ে বাতি, জল খাওগো পুত্রবতী।' এদিন বেল, আম দিয়ে পুজো দেওয়ার রীতি রয়েছে। এই দিন থেকে গ্রাম বাংলায় চড়ক পুজো শুরু হয়। অনেক জায়গাতে মেলাও বসে। বলা হয় এই ষষ্ঠীর দিনে নীলাবতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল। আর তাই বিশেষ এই দিনটিকে নীলষষ্ঠীও বলা হয়। এমনও শোনা যায় যে এই ষষ্ঠীর ব্রত রেখে এক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেছিলেন। সেখান থেকেও নীলের উপোসের প্রচলন হয়েছে। নীলের উপোসের আগের দিনেও কোনও রকম আমিষ খাওয়া চলে না। এই দিনটিকে বলা হয়ে নীলাম। শিবের মাথা জল ঢেলে এসে অনেকেই সাবুমাখা খান। কেউ খান শাবুর খিচুড়ি। তবে এই সাবু থেকে অ্যাসিড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার দুধ, কলা দিয়ে অনেকেই সাবু মেখে খেতে পারেন না। আর তাই বাড়িতে শ্যামা চাল দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খেতে পারেন। এদিন চালের জিনিস অনেকেই মুখে তোলেন না। পরিবর্তে ডালিয়া খান। ডালিয়া আবার কিছুজনের সহ্যও হয় না। সেক্ষেত্রে ভাল অপশন হল এই শ্যামা চাল। মূলত মিলেটের থেকে কৈরি হয়। এই চালকে কাওন চালও বলা হয়।

শ্যামা চাল এককাপ নিয়ে ভাল করে আগে শুকনো কড়াইতে নেড়ে নিতে হবে। এবার তা ভিজিয়ে রাখুন জলে। মুগ ডালও শুকনো কড়াইতে নেড়ে নিয়ে গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ফুলকপি আর আলু বড় বড় করে কেটে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে প্রথমে আলু ভেজে তুলে রাখুন। একে একে ফুলকপি আর গাজর ভেজে নিন। এবার ওই সরষের তেলে গোটা জিরে, হিং আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে ডাল দিন। এবার চাল দিয়ে কষিয়ে স্বাদমতো নুন, হলুদ, জিরে গুঁড়ো আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এবার ভেজে রাখা সবজি গুলো দিয়ে জল মিশিয়ে দিন। ফুটে এলে স্বাদমতো চিনি ছড়িয়ে, ভাজা মশলার গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা চেরা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খান এই ৬ সুপারফুড

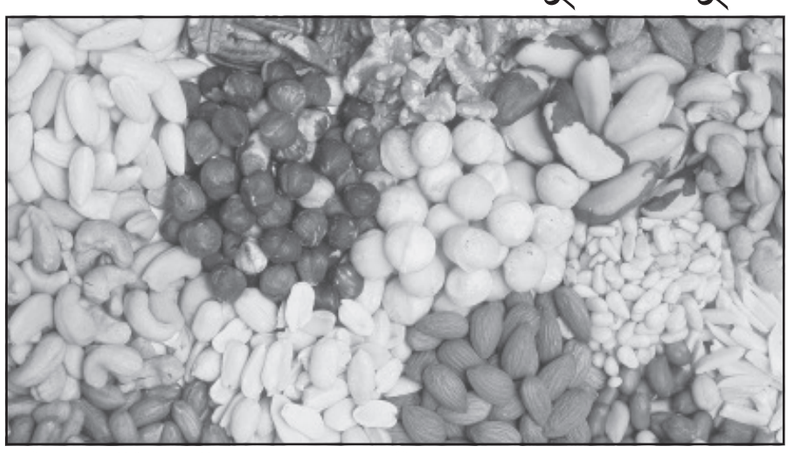

শরীরের সার্বিক উন্নতিতে ডায়েটের ভূমিকা বিরাট। খাদ্যাভ্যাসে ছোট্ট কিছু পরিবর্তন একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে সক্ষম। বিশেষ করে সকালবেলা হল এই ধরনের পার্থক্য গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। কারণ সকালেবলাতেই আমাদের মেটাবলিজম সবচাইতে বেশি হয়। অতএব আমাদের সকলের উচিত সকালবেলাটা পুষ্টিকরভাবে শুরু করা। আমাদের মধ্যে অনেকেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতির সম্মুখীন হন যা একাধিক গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ-এর অভাবে দেখা দিতে পারে রক্তাল্পতার সমস্যা। ভিটামিন ডি-এর অভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তে দেখা দিতে পারে ক্যালশিয়ামে ঘাটতি। হতে পারে রিকেট, হাড় নরম হয়ে যাওয়ার সমস্যা। এই ধরনের সমস্যার সমাধান হতে পারে ভিজিয়ে রাখা বাদামজাতীয় খাদ্য। প্রশ্ন হল কী খাবেন?

কাজুবাদাম, আখরোট, এবং চিনাবাদাম হল বি-ভিটামিন, ফোলেট এবং ভিটামিন ই-এর দুর্দান্ত উত। এই ক্ষুদ্র সুপারফুড নিয়মিত খেলে জীবনের অপর নাম হয়ে উঠবে সুস্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাদামগুলি সারারাত ভিজিয়ে রাখলে বাদামের পুষ্টিগুণগুলি শরীর দ্বারা আরও ভালোভাবে শোষিত হয়। তাছাড়া সারারাত বাদাম ভিজিয়ে রাখলে বাদামের ফাইটিক অ্যাসিড দূর হয়। মনে রাখতে হবে বদহজমের কারণ হতে পারে এই ফাইটিক অ্যাসিড। এই কারণে বাদাম ভিজিয়ে রেখে খেলে হজম ক্ষমতা আরও উন্নত করে এবং বাদাম আরও স্বাদু হয়ে ওঠে। দেখা যাক বাদাম সহ আর কোন কোন খাদ্য সারা রাত ভিজিয়ে রেখে খাওয়া যায় এবং খেলে কী কী উন্নতি হয়। পিসিওএস, ব্রণ উপশম: সকালে উঠে ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, ব্রণর সমস্যা হ্রাস করতে ও দূরে রাখতে পারে। এছাড়া নিয়মিত ভিজিয়ে রাখা বাদাম খেলে ত্বকও হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ৫ থেকে ৭টি বাদাম সারারাত ভিজিয়ে রাখুন, সকালে খোসা ছাড়ুন এবং প্রতিদিন খান।

পিরিয়ডের সমস্যা: পিরিয়ডের ব্যথা ও অনিয়মিত পিরিয়ডের জন্য ৬ থেকে ৮টি কিশমিশ ও ২টি কেশর সারারাত ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে ওই কিসমিশ ও কেশর খাওয়া যেতে পারে। চুল পড়ার সমস্যা: চুল ঝরা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য কালো কিশমিশ সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং পরদিন সকালে সেবন করুন। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে: সারারাত ধরে দু''টি আখরোট ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে মস্তিস্কের ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। বাচ্চাদের পড়াশোনার উন্নতির জন্য আখরোটের কোনও বিকল্প নেই।

তীব্র গরমে শরীর চাঙ্গা রাখবে তরমুজ

গরমে শরীর চাঙ্গা রাখতে রসালো ফলমূল আর ঠান্ডা পানীয়ের দিকে ঝোঁ কেন সবাই। এ সময়ে অনেকেরই প্রথম পছন্দ তরমুজ। এই ফল শরীর ঠান্ডাও করে, আবার শরীরে জলের চাহিদাও মেটায়। তরমুজে ৯২ শতাংশই জল, যা সহজেই গরমকালে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা মেটাতে পারে।

গরমে ঘেমে নেয়ে লাল টকটকে কয়েক ফালি তরমুজ কিংবা তরমুজের রস খেলেই চাঙ্গা হয়ে যায় শরীর।

কিন্তু শুধুই কি শরীরের আর্দতা ধরে রাখার জন্য এই ফল খাওয়া হয়? তা কিন্তু নয়। এই ফল খাওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই রসালো ফলের উপকারিতা এবং তরমুজ খাওয়ার বিভিন্ন উপায় -

তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা

শরীর হাইড্রেট রাখে - তরমুজ শরীর ঠান্ডা করে এবং শরীরকে হাইড্রেট রাখতেও সাহায্য করে। এই ফলের বেশিরভাগটাই জল। এতে পটাশিয়ামের মতো ইলেক্ট্রোলাইটও রয়েছে। যে কারণে তরমুজ খেলে শরীরে জলের অভাব দূর হয়।

হজমে সাহায্য করে - তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা ভালো হজম এবং নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে। তাছাড়া, ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, যে কারণে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ - এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ রয়েছে। ভিটামিন এ, বি ৬, সি রয়েছে ভরপুর। আর এই সব গুণই ত্বক ও চোখ সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। তরমুজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

ক্যালোরি খুব কম - তরমুজে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম। যে কারণে এই ফল প্রায় সকলের জন্যই স্বাস্থ্যকর। বিশেষত, যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য খুবই উপকারী তরমুজ।

হার্ট ভালো রাখে - তরমুজে থাকা লাইকোপিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। তরমুজে সাইট্রুলিনও রয়েছে, এটি এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

ক্যান্সার প্রতিরোধ করে - তরমুজে উপস্থিত সব অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট কোষের ক্ষয় আটকায় এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

তরমুজ খাওয়ার বিভিন্ন উপায়

তরমুজ স্মুদি - গরমে স্বস্তি পেতে তরমুজের স্মুদি কিংবা জুস বানিয়ে খেতে পারেন। তরমুজের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি, এই স্মুদিতে থাকা টক দই প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ। যে কারণে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি পানীয় এটি। এছাড়া, মিক্সিতে কয়েক টুকরো তরমুজ, পাতিলেবুর রস, পুদিনা পাতা এবং বরফ একসঙ্গে ব্লেন্ড করেও পানীয় বানাতে পারেন।

তরমুজ স্যালাড - তরমুজ শুধু ফল হিসেবেও খেতে পারেন। আবার তরমুজের স্যালাড তৈরি করেও খেতে পারেন। একটি বাটিতে শসা, ফেটা চিজ, পুদিনা পাতা, টুকরো করে কাটা তরমুজ মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে পাতিলেবুর রস, লাইম জেস্ট, অলিভ অয়েল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে নেবেন। ব্যস তাহলেই তৈরি তরমুজের স্যালাড!

তরমুজের শরবত - প্রবল গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে তরমুজের শরবত বানিয়ে খান। দোকানের প্যাকেটজাত শরবতে মেশানো থাকে প্রচুর পরিমাণে চিনি। ফলে বাড়িতে নিজের মতো করে তরমুজের শরবত তৈরি করে খান।

আলুর খোসা সুস্থ রাখবে হার্ট, নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তচাপ

বিশ্বের সব রান্নাতেই আলু একটি অতিসাধারণ সবজি। সারা বছর এই জনপ্রিয় সবজির কদর করা হয়। সস্তায় পুষ্টিকর খাবার হিসেবে আলুর রয়েছে বহুগুণ। কিন্তু সাধারণের দাবি, বেশি আলু খেলে নাকি ব্লাড সুগার ধরা পড়ে। চিকিতকদের মতে, আলু খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী।

শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে আলু খাওয়াই কিন্তু মূল কারণ নয়। সেদ্ধ, তরকারি, গ্রিলড, ফ্রায়েড, যে কোনওভাবেই আলু খাওয়া যায়। তবে অনেকেই জানেন না যে শুধু আলুই নয়, আলুর খোসাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আলুর চেয়েও এই খোসাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন ও ফাইটোকেমিক্যাল।

আলুর খোসা ও উপকারিতা

আলুর খোসা হল পটাশিয়ামের একটি বড় উত। ভেষজ উপায়ে যদি আলু খেতে চান তাহলে পাতে অবশ্যই আলুর খোসা রাখুন। আলুর খোসা শরীরের বিপাকতন্ত্রকে স্বাভাবিক রাখতে ও হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছেপর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন, যা লাল রক্তকণিকার কার্যকারিতাকে মজবুত করতে সাহায্য করে।

আলুর খোসায় রয়েছে ভিটামিন বি ৩ এর একটি ভাল উত। এই উপাদান শরীরের কোষগুলিকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগান দিতে কার্যকর। এছাড়া শরীর কোষকে শারীরবৃত্তীয় চাপ থেকে পুনরুদ্ধার করতেও সাহায্য করে। একটি আলুর খোসায় রয়েছে আলুর তুলনায় বেশি ফাইবার। যা কোলন ক্যানসার, হৃদরোগ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি বিপাক নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক।

অ্যান্টি-অ্যালার্জি ও অনাক্রম্যতা সুবিধা

আলুর খোসা হল ফ্ল্যাভোনয়েডের একটি প্রাকৃতিক উতস্থল। এক ধরনের ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট যা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই উপাদানের মাধ্যমে শরীরকে সংক্রমণ এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে

আলুর চামড়া বা খোসাও হার্টকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। জৈব আলুর খোসা খেলে স্বাভাবিক থাকে রক্তচাপ। এছাড়া এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে।

ত্বকের যত্নে আলুর খোসা ত্বকের যে কোনও সমস্যায় আলুর খোসা খুব ভালো। ডার্ক সার্কেল থেকে পরিত্রাণ পেতে, ঝকঝকে পরিষ্কার করতে, ফর্সাভাব আনতে, ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস ও হোয়াইটহেডসের চিকিতা করতে, অতিরিক্ত তেল কমাতে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকের যত্নের জন্য আলুর রসের মধ্যে তুলোর বলের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। ১৫-২০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করার পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে আলুর খোসায় কিছু খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড়ের গঠন ও শক্তি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এতে রয়েছে আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, কপার এবং জিঙ্ক। শরীরের প্রায় ৫০-৬০% ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের মধ্যে থাকে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের বিশেষজ্ঞদের মতে, আলুর খোসা নিয়মিত খেলে হাড় থাকে মজবুত। এছাড়া মেনোপজের পরে মহিলাদের অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে।

চুলের যত্নে আলুর খোসা চকচকে ও মসৃণ চুল পেতে ও চুলের গ্রোথ বৃদ্ধিতে আলুর খোসা ব্যবহার করতে পারেন। আলুর খোসার রস মাথার ত্বকে লাগানোর পর ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। এপর আলতো ছোঁয়ায় ম্যাসাজ করুন। এরপর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)

কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুর ডাল

কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুর ডাল যে হারে এখন গরম বেড়েছে তাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিক না রাখলেই বিপদ। এই গরমে যত বেশি হালকা খাবার খাওয়া যায়, ততই ভাল। এই গরমে অতিরিক্ত মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। তেলে ভাজাভুজি খাবার এই গরমে না খাওয়াই ভাল। বরং, এমন খাবার খান, যা আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। যে খাবার খেলে এই তাপপ্রবাহের মধ্যেও আপনার শরীর ঠান্ডা থাকবে।

সাধারণত পুষ্টিবিদেরা জল যুক্ত খাবার সাজেস্ট করেন। প্রচুর পরিমাণে জল পানের সঙ্গে জোর দেওয়া হল ফলের রস, জ্যুস, শরবত ইত্যাদির উপর। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের এমন কিছু ঐতিহ্যবাহী খাবার রয়েছে, যা এই গরমের আবহাওয়ার জন্য অমৃত। বাঙালি খাবারই গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে পারে। তেমনই একটি পদ হল টকের ডাল।

ডাল-ভাত-তরকারি রোজের খাবার। এই খাবারে যে পরিমাণে পুষ্টি পাওয়া যায়, তা অনেক পদেই নেই। রোজের ডাল ভাত তো খান, শুধু ডাল তৈরির সময় কাঁচা আম মিশিয়ে নিন। এই গরমে টকের ডাল দারুণ উপকারী। বাঙালিদের এই টকের ডাল বহু পুরনো রেসিপি। কেউ কেউ আম দিয়ে মুগের ডাল খান। আবার কারও পছন্দ আমড়ার তৈরি ডাল। তবে, সবচেয়ে সহজ ও সুস্বাদু হল কাঁচা আম দিয়ে মুসুর ডাল।

কাঁচা আম দিয়ে মুসুর ডাল তৈরি করার পদ্ধতি- উপকরণ: ১ কাপ মুসুর ডাল, ১ টা কাঁচা আম, ২টো শুকনো লঙ্কা, ১ চা চামচ গোটা সর্ষে, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি, ১ চা চামচ হলুদ, ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল আর ২টো কাঁচা লঙ্কা।

পদ্ধতি: প্রথমে ডালটা ধুয়ে নিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। কমপক্ষে ৩-৪ ঘণ্টা জলে ডালটা ভিজিয়ে রাখবেন। এতে ডাল ভাল সেদ্ধ হয় এবং এর পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। এরপর ডালটা প্রেশার কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে নিন।

কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এবার এতে শুকনো লঙ্কা, গোটা সর্ষে ফোড়ন দিন। এবার সেদ্ধ করা রাখা ডালটা এতে দিয়ে দিন। এবার এতে হলুদ, নুন, চিনি ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। পরিমাণ মতো জল দেবেন। এবার এতে কাঁচা আম টুকরো করে দিয়ে দিন। আম সেদ্ধ হওয়া অবধি ভাল করে ডালটা ফুটিয়ে নিন। আম সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে টকের ডাল। দুপুরবেলা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন টকের ডাল।

ভারতের কাছ থেকে ৭৫ শতাংশ জমি পেলো বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। বাংলাদেশের নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদ্বিগুন সীমান্তে প্রায় ৫০ বছরের বিবাদ নিষ্পত্তির পর ৭৫ শতাংশ জমির মালিকানা পেয়েছে বাংলাদেশ। এ উপলক্ষে সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মধ্যে কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে ধামইরহাট সীমান্তে আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর ফুটবল মাঠে এ বৈঠকের পর জমির মালিকানা পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৪ বিজিবি সূত্রে জানা, বাংলাদেশের নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদিগুন সীমান্তে ২৫৭/২০ আর পিলারের কাছে জমি নিয়ে বিজিবির সঙ্গে বিএসএফের দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। জমিটি বাংলাদেশের ১০০ গজ অভ্যন্তরে হওয়ায় সেখানে বাংলাদেশের কৃষকরা চাষাবাদ করে আসছিলেন। বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করে বিজিবি। পতাকা বৈঠকের আহ্বানে সাড়া দেয় বিএসএফ।বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি) এবং বিএসএফ ১৬৪ ব্যাটালিয়নের মধ্যে সীমান্ত পিলার ২৫৮/৬-এস এর কাছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর ফুটবল মাঠে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হয়।

এসময় বিজিবির পক্ষে ছয় সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের (১৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হামিদ উদ্দিন। অপরদিকে, ১২ সদস্যবিশিষ্ট বিএসএফের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের আরাদপুর ১৬৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট শঞ্জয় কুমার মিশ্রা। এরপর উভয় দেশের সার্ভেয়ার দিয়ে জমি পরিমাপ করা হয়। মাপজোখ শেষে ৭৫ শতাংশ জমিসহ অতিরিক্ত কিছু জমি পায় বাংলাদেশ। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষই বর্ণিত জমিটি ভোগদখল করতে পারবে না এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে পতাকা বৈঠকটি শেষ হয়। এসময় বাংলাদেশ ও ভারতের ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের (১৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হামিদ উদ্দিন বলেন, প্রায় ৫০ বছর থেকে ওই জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। অবশেষে দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে মাপজোখ শেষে ৭৫ শতাংশ জমিসহ অতিরিক্ত কিছু জমি পায় বাংলাদেশ।

কলিতা গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছে জাস্টিস মৃদুলকুমার কলিতাকে। আইন মন্ত্রালয়ের বিচার বিভাগ থেকে জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে মৃদুলকুমার কলিতাকে এই পদে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, গত জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম মৃদুল কলিতার নাম সুপারিশ করেছিল। বিজ্ঞপ্তিটি আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর অফিশিাল টুইটার হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। টুইটারে আইনমন্ত্রী রিজিজু লিখেছেন, 'ভারতের সংবিধান প্রদত্তক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে বিচারবিভাগীয় আধিকারিক শ্রী মৃদুলকুমার কলিতাকে গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। শ্রী কলিতার নিযুক্তিতে আমি আনন্দিত। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

ঠান্ডা শরবত খেয়ে অসুস্থ শতাধিক

বসিরহাট, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মিনাখাঁ ব্লকের ধুতুরদহ গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেলা বসেছিল। সেই মেলায় ঠান্ডা পানীয় খান অনেকেই। সেই পানীয় খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন শতাধিক। প্রায় ১১৩ জন ভর্তি হলেন হাসপাতালে। গ্রামে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে মেডিক্যাল টিম।

ধুতুরদহ গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে মেলায় বিভিন্ন দোকানীরা বরফের সঙ্গে লেবু ও চিনি মিশিয়ে দেদার বিক্রি করেছিলেন। গরমে সেই ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার হিড়িক আরও বেড়ে যায়। মেলায় আগত শিশু, মহিলা, পুরুষ প্রত্যেকেই সেই ঠান্ডা পানীয় পান করেন। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন গ্রামের প্রায় ২০০ শতাধিক মানুষ। আক্রান্তদের মধ্যে ১১৩ জনকে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যেকেই পায়খানা,বমি,মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছ সতেজ রাখতে যে বরফ ব্যবহার করা হয়। সেই বরফ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দোকানিরা বিক্রি করেন। আর সেই গুলি খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছে গ্রামের মানুষ। বসিরহাট স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে গ্রামে মেডিক্যাল টিমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দেশ জুড়ে বাড়ছে করোনা, কলকাতায় মৃত্যু বৃদ্ধের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : দেশ জুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। এরই মধ্যে করোনায় নতুন করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল শহর কলকাতায়। বুধবার এক করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে কলকাতার হাসপাতালে।

ভাস্কর দাস নামে ৭৬ বছরের এক বৃদ্ধ গলা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে তিন দিন আগে বাঘাযতীনের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। করোনা পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। মৃতের কোনও কো-মর্বিডিটি ছিল কি না, তা জানা যায়নি।

গত কয়েক মাসে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি রাজ্যে। করোনায় মৃত্যুর খবরও সামনে আসেনি। তবে বুধবার এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে আগেই জানানো হয়েছে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও তার হার খুবই কম। রোগীর ভর্তির হারও খুব কম রাজ্যে। বয়স্ক বা কো-মর্বিডিটি যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই সাধারণত হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। তবে হাসপাতালগুলিতে আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। করোনা চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন। তবে রাজ্যে সংক্রমণের হারের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

প্রয়োজনে অভিষেককে প্রশ্ন করতে পারে ইডি-সিবিআই, নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি। বৃহস্পতিবার ওই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিচারপতির নির্দেশ, চাইলে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার বিরুদ্ধে লেখা ওই চিঠি নিয়ে অভিষেক এবং কুন্তলকে প্রশ্ন করতে পারবেন ইডি এবং সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল এখন জেলবন্দি। তাঁকে আদালতে হাজির করানোর সময় কুন্তল একাধিক বার বলেছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করার জন্য 'চাপ' দিচ্ছে। জেল থেকে ইডি এবং সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ করে চিঠিও লিখেছিলেন কুন্তল। সেই চিঠিতেও হুগলির বহিষ্কৃত যুব তৃণমূল নেতার অভিযোগ ছিল, অভিষেকের নাম বলার জন্য তাঁকে চাপ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা।

কুন্তলের অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল হেস্টিংস থানায়। সম্প্রতি নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছেও একই মর্মে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কুন্তল। বুধবার কুন্তলের অভিযোগের বিষয়টি কলকাতা হাই কোর্টে তুলেছিল ইডি।

সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার অভিষেক সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের কোনও থানা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই এবং ইডির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারবে না। কুন্তলের চিঠির প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া হেস্টিংস থানাও কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। বিচার পতি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শহিদ মিনারের সভা থেকে দেওয়া অভিষেকের বক্তৃতার অংশ তদন্তের বাইরে রাখা উচিত নয়।

২৮ এপ্রিল ইডি এবং সিবিআই এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেবে। প্রয়োজন মনে করলে তারা জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিয়ো রেকর্ডও করতে পারবে।

অসাবধানবশত চলল গুলি, মৃত জওয়ান

ভাটিন্ডা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সামরিক ছাউনিতে ৪ জন জওয়ানের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি, এরইমধ্যে ভাটিন্ডায় ফের মৃত্যু এক সেনা জওয়ানের। মৃত জওয়ানের নাম-লাঘু রাজ শঙ্কর। নিজের সার্ভিস রাইফেল নিয়ে সেন্টি ডিউটিতে ছিল সে। ভাটিন্ডা ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ স্টেশনের স্টেশন হাউস অফিসার গুরদীপ সিং জানিয়েছেন, বুধবার রাতে ওই জওয়ানের রাইফেল থেকে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি ছিটকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছেন, বুধবার রাতে ভাটিন্ডা সামরিক স্টেশনে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। নিজের সার্ভিস অস্ত্র নিয়ে সেন্টি ডিউটিতে ছিলেন তিনি। ওই সৈনিকের পাশে অস্ত্র ও কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, ছুটি শেষে গত ১১ এপ্রিল ফিরেছিল সে। মনে হচ্ছে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। ভাটিন্ডায় গতকালের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।

৪৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি 'ধনধান্য', উদ্বোধন করলেন মমতা

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : ৪৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে আলিপুরে 'ধনধান্য' অডিটোরিয়াম। বৃহস্পতিবার সেই অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে এই অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তার আগে চলছে আয়োজনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কী কী বিশেষত্ব রয়েছে অডিটোরিয়ামে? বাইরে থেকে শঙ্খের মতো দেখতে ৫১০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২১০ ফুট চওড়া এই অডিটোরিয়াম। এটি তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন প্রায় সাড়ে ৬০০ কর্মী। জানা গিয়েছে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে রয়েছে দু'হাজার আসন বিশিষ্ট সভাঘর। রয়েছে ৫৪০টি আসন বিশিষ্ট আরও এক সভাগৃহ।একসঙ্গে ৩০০ দর্শক বসে শো উপভোগ করতে পারবেন এমন 'স্ট্রিট থিয়েটার' রয়েছে। এছাড়া আলাদা অনুষ্ঠানের জন্য থাকবে পৃথক বিভাগ। ব্যাঙ্কোয়েট হল, ফুড পার্কও থাকবে এখানে। নীচের তলায় থাকবে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। ২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে রাখা যাবে সেখানে। শুধু তাই নয় সবরকম অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে এখানে।অত্যাধুনিক এই অডিটোরিয়াম নির্মাণ করতে শুধু ইস্পাত ব্যবহার হয়েছে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের পরপরই সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে 'ধনধান্য'।

প্রসঙ্গত অডিটোরিয়ামটি তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। পূর্ত দফতর এর নির্মাণ কাজ শুরু করে। নববর্ষের আগে এর দরজা খুলে দিতে চেয়েছিল পূর্তদফতর। সেই মতো বৃহস্পতিবার 'ধনধান্য'র উদ্বোধন হতে চলেছে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস।

বীরভূমে অমিত শাহর প্রথম সভা, প্রস্তুতি তুঙ্গে

বীরভূম, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার বীরভূমের সিউড়ির বেণীমাধব স্কুলের মাঠে একটি জনসভা করবেন শাহ। বৃহস্পতিবার দিনভর চলছে তার নানা প্রস্তুতি। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছে শাসকদল থেকে বিরেধী দলগুলি। চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। এরই মাঝে আষছেন শাহ। বুধবার সন্ধ্যাতেই সিউড়িতে বেণীমাধব স্কুলের মাঠ পরিদর্শন করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অমিত শাহের সভার প্রস্তুতি দেখে খুশি সুকান্ত। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র স্থানীয় কর্মী সমর্থকেরা তাঁদের দেওয়া দলের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দুর্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে সিউড়ি সার্কিট হাউজে যাবেন ১২টা নাগাদ। এরপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ জনসভা করবেন তিনি। বিকেল ৪টে নাগাদ সিউড়ি থেকে ফের দুর্গাপুর থেকে সাড়ে ৫টা নাগাদ দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছবেন। এরপর সন্ধ্যায় দলের নেতাদের সঙ্গে দফায়-দফায় বৈঠক করবেন শাহ। পরদিন শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। এরপর দমদম হয়ে ফিরে যাবেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বাংলায় মোট ১২টি সভা করতে পারেন অমিত শাহ। শুক্রবার তাঁর প্রথম সভা হচ্ছে বীরভূমে। অনুব্রতহীন সিউড়িকে পাখির চোখ করেছে গেরুয়া শিবির। তাই প্রথম থেকেই বীরভূমকে টার্গেট করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। গরু পাচার কাণ্ডে যখন তিহার জেলে অনুব্রত তখন সময় নষ্ট না করে সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। তাই নিচুতলার কর্মীদের সামনে থেকে লড়াইয়ে সাহস যোগাতে বিজেপি নেতৃত্ব ময়দানে নেমেছে। শুক্রেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সিউড়ির জনসভা অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামিকাল সিউড়ি থেকে দলীয় নেতৃত্বকে কী বার্তা দেবেন তিনি সেদিকে নজর থাকবে সকলের। যদিও অমিত শাহর এই জনসভাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। তাদের মতে, আগামী পঞ্চায়ত ভোট উন্নয়নকে সামনে রেখে লড়বে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই বাংলার মানুষের আস্থা রয়েছে। তা ভোটের ফলাফলের দিনই স্পষ্ট হবে।

নিশীথের কনভয়-হামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলায় ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গত ২৮ মার্চ এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, পুনরায় রায় বিবেচনা করতে হবে কলকাতা হাই কোর্টকে। রাজ্যের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি আদালতে জানান, রাজ্য পুলিশই এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু অপর পক্ষের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, কনভয়ে হামলার ঘটনায় তৃণমূল সমর্থকরা অভিযুক্ত হলেও পুলিশ বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদেরই গ্রেফতার করেছে।

দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাই কোর্ট। কিন্তু পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, সে দিকে তাকানোর সুযোগ পায়নি উচ্চ আদালত। তাই মামলাটি হাই কোর্টের কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত বলে জানান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। পুলিশ এই ঘটনার সাম্প্রতিক রিপোর্ট আদালতের হাতে তুলে দেবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ডেপুটি নিশীথের কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, বোমা, গুলি এবং পাথর ছুড়ে হামলা চালানো হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওই দিন দিনহাটায় গিয়েছিলেন নিশীথ। সেখানেই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছিল, বুড়িরহাট এলাকায় তাঁর কনভয় পৌঁছলে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি অভিযোগ করে, নিশীথের কনভয়ে হামলা আসলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের 'চক্রান্ত'। অন্য দিকে, পুরো ঘটনার দায় নিশীথের ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, সমাজবিরোধীদের দিয়ে নিশীথ এলাকা দখল করতে চেয়েছিলেন। এর পরেই বিজেপি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ঘটনা নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। হামলার ঘটনাকে 'শোচনীয়' আখ্যা দিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপালও। এর পরেই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিজেপি। তাদের তরফে আইনজীবী সূর্যনীল দাস প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছিলেন।

গত ২৮ মার্চ হাই কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই। হাই কোর্ট পর্যবেক্ষণে জানায়, আদালত যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখেছে। নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত মনে করছে, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের জন্য সিবিআইকে এই মামলার তদন্তভার দেওয়া উচিত। হাই কোর্টের রায়কে স্বাগত জানান নিশীথ।

প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী উত্তরা বাওকর

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী তথা মৃণাল সেনের নায়িকা উত্তরা বাওকর। ৭৯ বছর বয়সে চলে গেলেন তিনি। বিনোদন জগতে শোকের ছায়া।

উত্তরা বাওকর থিয়েটার, সিনেমা এবং টেলিভিশন- তিনটি মাধ্যমেই সফলভাবে কাজ করেছেন। ১৯১৬ সালের ১৭ মে মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭৮ সালে প্রখ্যাত মারাঠি নাট্যকার জয়ন্ত দালভির ''সন্ধ্যা ছায়া'' নাটকটির হিন্দি রূপান্তরের পরিচালনা করেন। ১৯৮৪ সালে হিন্দি থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তিনি সংগীত নাটক আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড পান। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি দিল্লির ''ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা''-য় অভিনয় শিখেছেন ইব্রাহিম আলকাজির অভিভাবকত্বে।

আশির দশকের মাঝামাঝি টেলিভিশনের পর্দায় তিনি শ্যাম বেনেগালের ''যাত্রা'' টিভি সিরিজে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে আসেন। তারপরের বছরই তিনি গোবিন্দ নিহলানি পরিচালিত টেলিভিশন সিরিজ ''তামস''-এ অভিনয় করেন। তার দুবছর পরেই অভিনয় করেন মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি ''একদিন আচানক''-এ। এরপর তিনি মারাঠি ছবি ''দোঘি'', হিন্দি ছবি ''রুকমাবতী কি হাভেলি'', ''সরদারি বেগম'', ''বাস্তু পুরুষ'', ''আজা নাচলে'', নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত ''ডোর'' -এর পাশাপাশি হিন্দি ধারাবাহিক ''উড়ান'', ''কশ্মাকশ জিন্দেগি কি'', অন্তরা, কোরা কাগজ, ''জসসি জ্যয়সি কোই নহি''-র মতো আরও বহু হিন্দি, মারাঠি ছবি ও টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি একদিন অচেনাকে সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়য়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তরা। ওই ছবিতে অধ্যাপক (ডক্টর শ্রীরাম লাগু)-র স্ত্রীর চরিত্রে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি।

পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় এক বছর অসুস্থ ছিলেন উত্তরা বাওকর। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরেই জীবনের শেষ দিন কাটিয়েছেন তিনি। পুণের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি।

সেখানেই বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীরা।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার থলিবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে গতকাল ২দিনব্যাপী ২১তম রাজ্যভিত্তিক বুইসু তের-র সূচনা হয়েছে। ত্রিপুরা চুবালাই বুথুর উদ্যোগে এই বুইসু তের-র আয়োজন করা হয়েছে। ব্যাপক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রদীপ প্রজ্জলন করে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাহা বলেন, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে ভিন্ন প্রথায় ভিন্ন নামে নতুন বছরের বরণ পর্ব প্রচলিত হয়ে আসছে। জনজাতি ত্রিপুরী সম্পদায়ের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান বুইসু নামে পরিচিত। যা তাদের চিরাচরিত জনজীবন, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সংস্ক'তি ইত্যাদির সাথে যুক্ত। বিগত সরকারগুলির সময়ে জনজাতিদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। সেই জায়গায় এই সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। তাছাড়াও ত্রিপুরী সমাজের নিজস্ব ক'ষ্টি, সংস্ক'তি ও ভাষা ইত্যাদি বিকাশের স্বার্থে বুইসু তেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। যা পারস্পরিক একতাবোধকে জাগিয়ে তোলে। জনজাতিদের সংস্ক'তি ও শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সহ রাজ্য সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গরীব জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার এ রাজ্যে আরও ১৬টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে। রাজ্যের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে সড়ক নির্মাণ সহ বিমানযোগে যাতায়াত এবং রেল পরিষেবা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবাগুলি সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বর্তমান সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বুইসু উৎসবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত এবং পুরাতন বছরকে বিদায় জানানোর পর্বের মতোই ত্রিপুরী সম্পদায়ের উৎসব হলো বুইসু। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, ত্রিপুরা সমাজের নারান বীরেন্দ্র ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক ২১তম বুইসু উৎসবের সম্পাদক সুকুরাই ত্রিপুরা।

বিদ্যাজোতি প্রকল্পে ছাত্র ভর্তি নিয়ে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন এআইডিএসও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুল গুলিতে ভর্তির সমস্যা চলছে অভিযোগ। এর সুরাহা চেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি জমা দিল এ আই ডি এস ও। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে এক প্রতিনিধি দল ৫ দফা দাবি সনদ পেশ করেন শিক্ষা ভবনে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার, সম্পাদক রাম প্রসাদ আচার্য সহ অন্যরা। তাদের দাবি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে সকল আবেদনকারি ছাত্র- ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া, সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে কোন প্রকার ফি আদায় না করা। তাদের প্রশ্ন বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে কেন ফি দিতে হবে ?

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন 'বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখে আমি ত্রিপুরাবাসীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব ত্রিপুরাবাসীর জন্য ভালোবাসা, আনন্দ, উচ্ছাস, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য বয়ে আনুক।'

বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি-নগদ টাকা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ এপ্রিল(হি.স.) : বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই তিন ভাইয়ের বসত বাড়ি, নগদ টাকা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীপুরা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চন্ডীপুরা গ্রামের বাসিন্দা আশিক মস্তান, মনির খান ও ইসাক খান। আশিক মস্তানের রান্নার ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, নগদ টাকা, খাদ্য শস্য ও অলঙ্কার সপ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আশিক মস্তানের বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। ঘণ্টাখানেক পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। যদিও আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কি থেকে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রমিকের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বড়জোড়ার শিল্পতালুকে

বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : এক শ্রমিকের রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম সুজিত সিকদার (২৫)। বাড়ি নদীয়া জেলার ভীমপুর থানার বসন্ত নগরে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি।

তিনি বলেন, পুলিশকে মৃত্যুর সঠিক তদন্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। মৃতের সহকর্মীরা জানিয়েছে, বুধবার রাতে তাকে মেসের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তারাই উদ্ধার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এদিন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রবীর লোধের এক মহিলা সহকর্মী তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে পূর্ব আগরতলা থানায় যোগাযোগ করেছিলেন বলে জানা গেছে। সাব-ইনস্পেক্টর মৌসুমী দেববর্মা তার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা সত্ত্বেও তাকে হয়রানি করেছেন এবং এমনকি ধর্ষণের অভিযোগ আনার হুমকিও দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

অসহায় লোকটি তার আইনজীবীকে নিয়ে থানায় পৌঁছালেও তার কোনো যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং তাকে আদালতের বাইরে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। লোধের পরিবারের সদস্যদের মতে, তিনি গতকাল পুলিশের সামনে তার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করার সময় তার উপর চিৎকার করেছিলেন পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর মৌসমী দেববর্মা। সারাজীবন একজন ভদ্রলোক হওয়ায় লোধ থানায় যে অপমানের সম্মুখীন হয়েছেন তা সহ্য করতে পারেননি এবং খবরটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আরও অপমানিত হওয়ার ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ঠিকাদাররা

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ আধিকারিকরা তাদের সেই কাজের টাকা নিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা করছেন। তাদের বক্তব্য দপ্তরের কাছে যদি কোন টাকায় না থাকে তাহলে কেন শুধু শুধু তাদেরকে দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সংস্কার করানো হয়েছে। ঠিকাদারদের আরো অভিযোগ এটা তাদের সাথে একপ্রকার প্রতারণা। তাই ঠিকাদারেরা নিরুপায় হয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে গোটা ঘটনাটি তুলে ধরেন। এবং সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসকের কাছে দাবি জানান জেলাশাসক যেন খুব শীঘ্রই তাদের কাজের সেই ন্যায্য পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উৎসব

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চশীল প্রার্থনা করা হয়। বিজু উৎসবকে কেন্দ্র করে এই ফুল বিজু দিনে ছোট বড় সবার মনে আনন্দের বাতাবরণ লক্ষ্য করা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পেশী শক্তির

● প্রথম পাতার পর

কলেজে আয়োজিত এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের মতো মহৎ দান আর কিছু নেই। স্বেচ্ছা রক্তদান হল সমাজের সমস্ত দানের উর্দ্ধে। সম্পতি বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছিল। নির্বাচনের পরে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা সহ প্রত্যেককে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রত্যেকেই রাজ্য সরকারের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। কারোর প্রতি কোনও ধরণের বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে সরকার কাজ করে না। বর্তমান সরকার রাজ্যে কোনও ধরণের সন্ত্রাস বরদাস্ত করবে না। গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে কেউ অনৈতিক কাজ করলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ডাবল ইঁনি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে যোগাযোগ, শিল্প সহ প্রতিটি বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই বর্তমানে ১২টি এ'প্রেস ট্রেন রাজ্য থেকে চলাচল করছে। রাজ্য সরকারের সদর্থক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের পরিবেশ তৈরী হওয়ার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকার রাজ্যে শিল্পের উন্নতিতে বাঁশ, রাবার ও আগর ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।বর্তমানে বহির্রাজ্যের অনেক বিনিয়োগকারীও রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হওয়ার ফলে ত্রিপুরা আগামীদিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বারে পরিণত হবে। ফলে ত্রিপুরার সামগ্রিক চেহারাই পাল্টে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের নানা সমস্যা দূরীকরণেও সরকার আন্তরিক। এই কলেজের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। চিকিৎসক সহ সকলস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রমথেশ রায়, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল সুপার প্রফেসর ডাঃ জয়ন্ত কুমার পোদ্দার, অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ অরিন্দম দত্ত এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক স্বপন সাহা।

ঊর্ধমুখী

● প্রথম পাতার পর

কারকল আড়াইশো টাকা কিলো, ঝিঙে ১৫০ টাকা, পটল ১৫০ টাকা, বরবটি ১২০ টাকা, করলা ১২০ টাকা, সিমের বিচি ২০০ টাকা, আলু ২০ টাকা, শসা ৮০ টাকা, কাঁঠাল গোটা ৫০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৭০ টাকা, কাঁচা আম ১০০ টাকা কেজি। শীতের সবজির মধ্যে ফুলকপি ১৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৮০ টাকা, সিম ২০০ টাকা। তবে লেবুর দাম অনেক বেশি। চারটে লেবু ৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। তবে লঙ্কার দাম নাগালের মধ্যে। মিষ্টি আলুর চাহিদা বাড়ায় ৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০ টাকা হয়ে গেছে। সাজনার দামও বেড়ে গেছে অনেকটাই। ডাটার দাম অনেকটাই বাড়তি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শাক। কুমড়োর দাম নাগালের মধ্যেই রয়েছে। চাল কুমড়োর দাম গোটা ৫০-৬০ টাকা। তবে মিষ্টি কুমড়োর দাম অনেকটাই কম। ব্যবসায়ীরা বলছে এবার কুমড্রুর উৎপাদন অনেকটাই বেশি তাই দাম নাগালের মধ্যে। সবজির পাশাপাশি দাম বেড়েছে বিভিন্ন ফলে। আঙ্গুর দেড়শ থেকে ২০০ টাকা কিলো। তরমুজের দামও বেড়ে হয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কিলো। আপেল, বেদানা এবং মুসাম্বিরের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। হঠাৎ করে সবজির দাম এইভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরাও উদ্বিগ্ন। কারণ পাইকারি দামও বেড়ে গেছে। ফলে পরিমাণ মতো সবজি আনতে হচ্ছে। না হলে কাঁচা ফসল রেখে বিক্রি করা খুবই কষ্ট কর। চড়া দাম দিয়ে চাহিদার মত সবজি কেনা অনেকেরই পক্ষে কষ্টকর হবে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবসায়ীরা সবজি ক্রয় করছেন পরিমান মত। এমনটাই বললেন লেকচৌমহনী বাজারে সবজি বিক্রেতা গোপাল বর্মন। তিনি বলেন সংক্রান্তির সবজি আনতে গিয়ে কষ্ট হয়েছে। কারণ এক এক বাজারে এক এক ফসলের আমদানি হয়। তাতে পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে বাজারে সবজির এখন দাম ঊর্ধমুখি। বলা যেতে পারে সবজির গায়ে হাত দিলেই এখন ছেকা লাগছে। তবুও পার্বণ বলে কথা। সাধ্যর মধ্যেই হাতছানি দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

টেট পরীক্ষায় ছ'টি ভুল প্রশ্ন, উত্তর দিলেই নম্বর দেওয়ার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : ২০১৪ সালের টেটে ৬টি ভুল প্রশ্নের উত্তর যে সব পরীক্ষার্থী দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই নম্বর দিতে হবে। বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করে এ কথা জানাল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

২০১৪ সালের টেটে ৬টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে এই অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কমিটি গঠন করেছিল আদালত। বিশ্বভারতী জানায় যে অভিযোগের যৌক্তিকতা রয়েছে, অর্থাৎ প্রশ্ন ভুল। এই প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মামলাকারীদের ওই ভুল প্রশ্নের জন্য নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী।

সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অন্য চাকরিপ্রার্থীদের কয়েক জন। তাঁদের বক্তব্য, শুধু মামলকারীরা কেন ভুল প্রশ্নের জন্য নম্বর পাবেন? বাড়তি নম্বর সকলকে দেওয়া উচিত।বাড়তি নম্বর সবাইকে দিতে হবে। বিচারপতি হরিশ টন্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে পরাজিত হন মামলাকারীরা। এর পর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। ১ এপ্রিল , ২০১৯ , মামলা কলকাতা হাইকোর্টেই ফেরত পাঠায় সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলা এতদিন বিচারাধীন ছিল বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবার তার রায় ঘোষণা হল।

প্রায় শেষ মুহূর্তে বাতিল বিএড পরীক্ষা, ফাঁপড়ে পরীক্ষার্থীরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি. স.) : অসম থেকে পরীক্ষা দিতে এসে শেষ মুহূর্তে শুনলেন পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছে। রাগে, ক্ষোভে সামাজিক মাধ্যমেই লাল প্রেক্ষাপটে বড় হরফে বৈশালি সেন ফুটিয়ে তুললেন তাঁর তীব্র বিরক্তি। বৃহস্পতিবার থেকে বিএড পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। মঙ্গলবারও এই পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল পরীক্ষার সূচি। দূরের কিছু পরীক্ষার্থী আগের দিনই পৌঁছে যান নিজের পরীক্ষাকেন্দ্রের কাছাকাছি। কিন্তু বুধবার দুম করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার চড়া রোদের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের অনেকে 'যদি পরীক্ষা হয়', এই আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আশাব্যঞ্জক কোনও খবর না পেয়ে তাঁদের ফিরে যেতে হয়।

এই অবস্থায় চরম অনিশ্চয়তায় বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে বিএড পরীক্ষা এবং এসএসসি-তে নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। মামলা মোকদ্দমা নিয়মিত হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ খবর। অনিশ্চয়তায় বিএড, এম এড পড়ুয়া ও পরীক্ষার্থীরা। তার মধ্যে এই পরীক্ষা বাতিল।

বৈশালির ফেসবুক পোস্টে সহমর্মিতা জানিয়েছেন অনেকেই। একই প্রশ্ন তুলেছেন ত্রিপুরার পৌলমী নাথ। তিনি লিখেছেন, ''এখন আমি কী করব?'' সূরয দেব লিখেছেন, "সবার উচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করা"। অপর মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, ''অন্য রাজ্যে চলে যাও। এখানে অ্যাডমিশন নিও না।" "পুরোপুরি ভাঁওতাবাজ"। জুলফিকার আলি আহমেদ লিখেছেন, ''ফালতু বিশ্ববিদ্যালয়''। দেবস্মিতা রায় লিখেছেন, "সত্যি তাই! সব কিছুর একটা সীমা থাকে!" রাজ রায় লিখেছেন, "২ মে থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হচ্ছে। তখন পরীক্ষা নিতে পারবে? না তারও ঠিক নেই? পারভেজ মোশারফ লিখেছেন, "পোস্টটা কি এত ভদ্রভাবে লেখার দরকার ছিল? একটু বেশি সম্মান (গালিগালাজ) দিয়ে বলতে হত।" সেলিম আখতার পৃথক পোস্টে লিখেছেন, ''পরীক্ষার তারিখ বারবার বাতিল করার কী দরকার ছিল বুঝলাম না। আমাদের পরীক্ষা হবে কি?" কেয়া বিশ্বাস লিখেছেন, "জুন জুলাইয়ের আগে পরীক্ষা নেওয়া অসম্ভব।" অপর পরীক্ষার্থী ভাস্বতী মুখার্জির মতে, ''আর পরীক্ষার দিন বদল হবে না। কারণ, বদল করলেও কর্তৃপক্ষ গালি খাচ্ছে। না করলেও গালি খাচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মে-তেই পরীক্ষা করিয়ে দেবে।"

ু হু কুহেলি দাঁ-র কথায়, "জুন মাসে যতদূর সম্ভব পঞ্চায়েত ভোট। কেয়া বিশ্বাসের জবাব, "তার পর হবে।" কুহুর পাল্টা দুশ্চিন্তা, "তার পর ফল প্রকাশ আছে। দেখুন কী হয়?" কেয়া লিখছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ আছে কিছু।"ভাস্বতীর প্রশ্ন, "কিসের চাপ? তোমার এম এড পরীক্ষার আগে বলেছিলাম?" কেয়ার উত্তর, "রাজনৈতিক!" ক্ষোভ উজার করে পরীক্ষার্থী সুদীপ্ত হালদার লিখেছেন, "আগামী দিনে শিক্ষকতার জন্যে প্রয়োজন ধৈর্যের পরীক্ষা হচ্ছে এটা।"আবদুল্লা আবদুল্লা লিখেছেন, "ইউনিভার্সিটি যা ই বলুক না কেন, কারণটা কিন্তু মোটেই রমজান মাসের জন্য নয়। যদি সেটাই হত তবে অন্ততঃ ২৫ তারিখের পর পরীক্ষা নেওয়ায় যেত। আসলে বিভিন্ন কলেজে বেশ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অফলাইনে ভর্তি হয়েছিল তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি যেটার হাইকোর্টে কেস চলছে, ১০ তারিখ রায়দান ছিল কিন্তু হাইকোর্ট আবার পরবর্তী ডেট দিয়েছে। এদের রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা দিতে না পারলে কলেজগুলোর অনেক লস হবে আর বদনাম হবে, সেই জন্য বেশকিছু কলেজ ডেপুটেশন দিয়েছে। যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের সম্মান রক্ষায় রমজানের মাস বা গরমের দোহায় দিয়ে মুখ রক্ষায় করতে চাইছে।"শেখ আকুইব সুলতান লিখেছেন, ''রমজান মাসের অজুহাতটা ফালতু। কারন রুটিন টা করার সময় ওরা জানতো না যে ১৭, ১৮, ১৯, ২০ তারিখে রমজান মাস? আসলে নিজেদের ব্যর্থতা লুকাতে এইসব জনদরদী নোটিশ।"প্রায় ১২০টি বিএড পাঠ্যক্রমের কলেজের ভর্তি, পঠনপাঠন এবং পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি। এর উপাচার্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে বলেন, "পড়ুয়া ও পরীক্ষার্থীদের এই দুশ্চিন্তা ও অসহায়তার যুক্তি আছে। ওঁদের কাছে আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানানোর উপায় নেই। প্রকাশ্যে অনেক কিছু বলা যায় না। আমরা স্বতোপ্রনোদিত হয়ে পরীক্ষা পিছোইনি। বিভিন্ন তরফ থেকে সত্যিই চাপ আসছিল। বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পিছিয়েছে।"বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক অভিজিৎ বিশ্বাসের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "পবিত্র রমজান মাসে পরীক্ষার সময়সূচী বাতিল করে যখন একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা উপবাসে থাকেন। রাজ্যে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অব্যাহত। এই অবস্থায় বিভিন্ন কলেজের বিএডের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের কাছ থেকে আবেদন এসেছে। একই আবেদনের সাথে বুধবার প্রায় ১০০টি কলেজ থেকে স্মারকলিপি এসেছে। এই বাস্তবতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ভোগান্তি লাঘবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ২০২৩ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।"

রাজ্যের ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্কৃতির বহমান ধারায় বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজ্য সরকার চায় রাজ্যের সব অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হোক। মেলা এবং মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই ঐক্য আরও বলিষ্ঠ হয়। রাজ্যের বর্তমান সরকার জাতি জনজাতির ঐক্য সুদৃঢ় করতে এবং তাদের সার্বিক উন্নতিকরণে বদ্ধপরিকর। আজ আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যভিত্তিক ৪৯তম বিজ মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, চাকমা জনজাতিগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহ্যবাহী উৎসব হল বিজ। বিজ উৎসব মূলত পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব। এটা একটা বিরাট সাফল্য যে, এত বড় অনুষ্ঠান আজ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলছে। রাজ্য সরকারও চাকমা উনজাতি গোষ্ঠীর ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির বিকাশে আন্তরিক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যময় মিশ্র সংস্ক'তির বহমান ধারায় বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার দেশের এবং রাজ্যের মধ্যে এই ঐক্য রক্ষায় সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯টি জনজাতিগোষ্ঠী রয়েছে। সরকার প্রত্যেকটি জনজাতির গোষ্ঠীর উন্নয়নে কর্মসূচি রূপায়িত করে চলেছে। তিনি বলেন, জনজাতিদের রিসাকে সরকারের প্রচেষ্টায় বিশ্বজনীন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরের নাম আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আগরতলা শহরের জিরো পয়েন্ট কামানচৌমুহনীতে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তি বসানো হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অধ্যষিত ১২টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে জনজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বোর্ডং হাউস স্টাইপেণ্ড বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ৪টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল চালু করা হয়েছে। আরও ১৬টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন করা হবে। জনজাতিদের ক'ষ্টি সংস্ক'তির বিকাশে লেম্বছড়াতে ট্রাইবেল রিসার্চ এণ্ড কালচার্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি মিউজিয়াম চালু করা হবে।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, তিনদিনব্যাপী এই মেলার মাধ্যমে চাকমা সম্পদায়ের বিভিন্ন রীতিনীতি তুলে ধরা হবে। তিনি সবাইকে শান্তি শৃঙ্খলা মেনে মেলা উপভোগ করার আহ্বান জানান। তিনি মেলার সার্বিক সফলতা কামনা করেন। এছাড়াও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ৪৯তম রাজ্যভিত্তিক বিজ মেলা কমিটির সভাপতি তুষার কান্তি চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক গেত র'ন খিসা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের রাজ্য প্রধান দেবজান চাকমা।

টিসিএ থেকে গিয়ার্স পেয়ে দারুন উৎসাহিত কোচিং সেন্টার ও স্কুল সমূহ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। টিসিএ থেকে গিয়ার্স বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার হলো তার চতুর্থ আয়োজন। গিয়ার্স ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। টিসিএ থেকে প্রতিটি কোচিং সেন্টার ও প্লে সেন্টারের পাশাপাশি কদিন আগে অনুষ্ঠিত স্কুল ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্কুলকে ৫ সেট করে ক্রিকেট গিয়ার্স প্রদান করা হয়েছে। দারুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনার জোয়ার। পরিকাঠামোগত প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। প্রতিযোগিতা বেড়েছে। খেলার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। সুযোগও প্রচুর। ইতোমধ্যে কোচদেরও ওয়ার্কশপ শুরু হতে যাচ্ছে। আজ গিয়ার্স প্রদান অনুষ্ঠানে কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ করে সহ-সভাপতি তিমির চন্দ, সচিব তাপস ঘোষ, যুগ্ম সচিব জয়ন্ত দে, কোষাধ্যক্ষ জয়লাল দাস, উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির কনভেনার অলক ঘোষ প্রমূখ একই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। স্থানীয় এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানে সদর মহিলা আমন্ত্রণ মূলক টুর্নামেন্ট এবং সদর আন্ত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী মোট ২৮ টি দলের ক্রিকেটাররা উপস্থিত থেকে টিসিএ থেকে গিয়ার্স গুলো গ্রহণ করেন। প্রতিটি দলের কোচ, ম্যানেজার সহ প্রতিনিধিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সদর সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে এগিয়ে চলো সংঘ, ক্রিকেট অনুরাগী, তরুণ সংঘ, জুট মিল, চাম্পামুড়া, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা কোচিং সেন্টার এবং সদর আন্ত স্কুল ক্রিকেটে শিশু বিহার, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আনন্দনগর, ভবনস ত্রিপুরা, উমাকান্ত, শিক্ষা নিকেতন, কবি নজরুল, প্রণবানন্দ, গান্ধী স্কুল, নন্দননগর, ডঃ বি আর আম্বেদকর, শ্রী শ্রী রবি শংকর, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, আসাম রাইফেলস, শচীন্দ্র লাল বিদ্যানিকেতন, বড়দোওয়ালী, শ্রীকৃষ্ণ মিশন, মধুবন ডুকলি, প্রগতি, হলিক্রস ও ক্ষুদিরাম বসু স্কুল সমূহ আজ গিয়ার্স গ্রহণ করেছে।

জয় দিয়ে লীগ শেষ ইউ: ফ্রেন্ডস-এর ঘরোয়া টি-২০ মূলপর্বে অনিশ্চিত শতদল

শতদল সঙ্ঘ-১২৮/৯ ইউ: ফ্রেন্ডস-১২৯/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। বৃহস্পতিবার ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৫ উইকেটে পরাজিত করলো শতদল সঙ্ঘকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শতদল সঙ্ঘের গড়া ১২৮ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রজত দে ৪১ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক রজত দে শতদল সঙ্ঘকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। সম্রাট সিনহার দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে শতদল সঙ্ঘ নিরধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। দলের শেষের দিকের ব্যাটসম্যান-রা যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন তাহলে দলীয় স্কোর আরও বাড়তো। দলের হয়ে ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সম্রাট করেন অর্ধশতরান। ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে সম্রাট ৫১ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে দীপায়ন দেববর্মা ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং স্বাদব খান ৭ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায।এ ১৩ রান করেন।ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে পারভেজ সুলতান (৩/২৮),রজত দে (২/৬) এবং দীপক ক্ষত্রী (২/২২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন উদীয়ন বসু। মাত্র ১৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে মারকুটে ওই ওপেনারটি করেন ৩৫ রান। উদীয়ন আউট হতেই দ্রুত প্যাভেলিয়নে ফিরে যেতেই দীপক ক্ষত্রী (৪) এবং স্বরূপ পাল (০) চাপে পড়ে যায় দল। চতুর্থ উইকেটে দলনায়ক রজত দে-র সঙ্গে জুটি বেধে ওপেনার সেন্টু সরকার ৫৮ বল খেলে ৫৩ রান যোগ করে দলকে জয়ের পেরার রাস্তায় নিয়ে যান। সেন্টু ৩৬ বল খেলে ১৯ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ৮ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। রজত দে ৪১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রানে এবং অর্জুন দেবনাথ ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যান। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে বাচ্চু মিঁয়া (৩/২৬) সফল বোলার।

গু১৩/০৪, ৭:২৮ দ্দ্বগ্ন জ্জন্ট্‌থঞ্জক্জন্ট্‌ঙ ছন্দ্মন্খত্নস্তৃষ্ঠ ঙ্গখ: প্রাইজমানি রেটিং দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন অনাবিল

পুর নিগম রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে ক্রিকেট ও ক্রীড়া উৎসব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা পুর নিগম পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে তিন দিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো। আগামী ২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল হবে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। যাতে পুরুষদের বিভাগে হবে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মহিলাদের জন্য রয়েছে পাঁচটি মজাদার ইভেন্ট। সহযোগিতায় আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাব। এবারই প্রথম আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহিলাদের জন্য ইভেন্ট গুলোর আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক বৈঠক করে এই সব তথ্যগুলো তুলে ধরলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ''র সভাপতি তপন লোধ, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তথা আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক প্রশান্ত ভৌমিক প্রমুখ। বিষয়টা সত্যিই চমকপ্রদ হবে। কেন না বেশ কয়েকজন কাউন্সিলারকে দেখা যাবে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে। একই ভাবে বেশ কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলারকে ও দেখা যাবে মহিলাদের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে। সরকারি ছুটি রয়েছে এই তিনদিন। ২১ এপ্রিল সকাল ১০ টায় এমবিবি কলেজের মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন পর্ব হবে। মেয়র দীপক মজুমদারও থাকবেন। থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ ক্রীড়ামন্ত্রীরও। তবে অতিথিদের সময় সূচি এখনোও চূড়ান্ত হয়নি। এটা হয়ে গেলে আয়োজকদের তরফে বিশিষ্ঠ অতিথিদের থাকার বিষয়টা জানিয়ে দেয়া হবে বলে জানালেন ডেপুটি মেয়র। টুর্নামেন্টকে ঘিরে যাবতীয় সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাবের। এই ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ক্রীড়া প্রতিজোগিতাকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য।

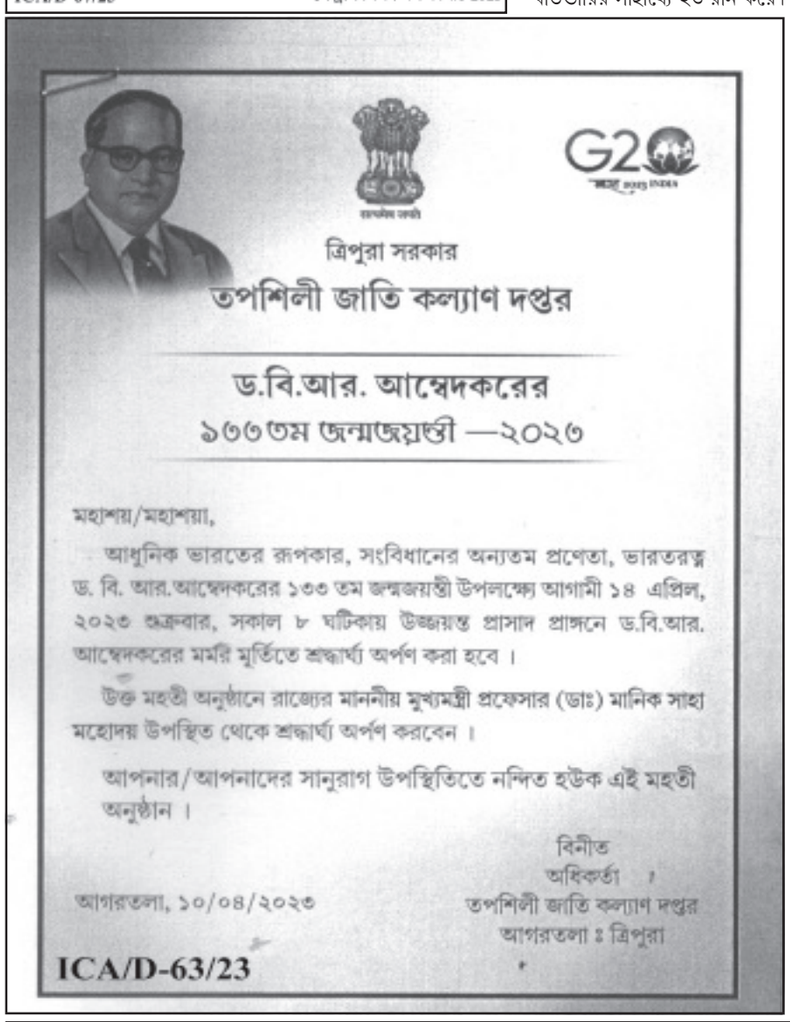

রাজ্য ক্রিকেট : মোহনপুরকে হারিয়ে সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় সদর-এ

সদর ‘এ’-২৯৪/৪ মোহনপুর-২০২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ছোটদের ক্রিকেটে উজ্জ্বল প্রতিভার আত্মপ্রকাশ। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ব্যাট হাতে কোচ শুভ্র পালের ভরষা জাগাচ্ছে অর্কজিৎ সাহা। বৃহস্পতিবার এর ব্যাতিক্রম হয়নি। দুরন্ত ব্যাট করে ১৪৮ করে সে। যা এবারের আসরের ব্যাক্তিগত সর্বোচ্চ রান। মোহনপুরের বিরুদ্ধে অর্কজিতের হাত ধরে সদর ‘এ’ বিশাল ২৯৪ রান কের। জবাবে ঘরের মাঠে মোহনপুর করে ২০২ রান। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। মোহনপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে সদর ‘এ’-র শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। একসময় দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে বসেছিলো। ওই অবস্থায় অর্কজিৎ এবং অয়ন রায় ব্যাট হাতে রুখে দাড়ায়। তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি ১৫১ রান যোগ করে। দলনায়ক অর্কজিৎ দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যায়। সে ১৩২ বল খেলে ২৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪৮ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে অয়ন ৮০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ এবং অনিক দাস ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করে। সদর ‘এ’ নির্ধারিচত ৪৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৮ রান। মোহনপুরের পক্ষে সপ্তদীপ দত্ত (২/৪২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে মোহনপুর ৩৭.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অঙ্কিত দাস ৯৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯১,আদর্শ দত্ত ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, পিনাক দেব ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং যতন মালাকার ১৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। সদর ‘এ’-র পক্ষে অর্কজিৎ সাহা (৩/২৫), মিমন দাস (২/১৫) এবং গৌরব রাজ সাহা (২/২৮) সফল বোলার।

CENTRAL SELECTION COMMITTEE-2023
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Notice on Extension of Last Date for DEEET 2023 Exam for admission in Diploma Engineering Programs

সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটি 2023 এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, DEEET 2023 পরীক্ষার জন্য অনলাইন আবেদন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ 30 এপ্রিল 2023 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীরা (মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন বা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন) অনলাইন পোর্টাল https://deeet.tripura.gov.in/ এ গিয়ে এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারেন।

চেয়ারম্যান
সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটি 2023

ICA/D-67/23

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

ড.বি.আর. আম্বেদকরের
১৩৩তম জন্মজয়ন্তী —২০২৩

মহাশয়/মহাশয়া,

আধুনিক ভারতের রূপকার, সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ শুক্রবার, সকাল ৮ ঘটিকায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গনে ড.বি.আর. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হবে।

উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন।

আপনার/আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হউক এই মহতী অনুষ্ঠান।

বিনীত
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

আগরতলা, ১০/০৪/২০২৩

ICA/D-63/23

বিশালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বিশালগড়কে হারিয়ে খোয়াই জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। জয় অব্যাহত খোয়াই দলের। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ হারিয়েছে বিশালগড়কে, তিন উইকেট এর ব্যবধানে। খেলা ছিল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে ম্যাচ। সকালে খেলা শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে বিশালগড় ৩৪.৫ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভজিৎ দাসের ৬৮ রান এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথের ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। খোয়াইয়ের বিশাল নমঃ দাস ১৯ রানে তিনটি এবং বিশাল সূত্রধর দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৩৭ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে বিশাল নমঃ দাস ৩৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। ওপেনার পাপন আচার্যের ২৮ রান এবং শীতল দেবনাথ ও অনিক দেবনাথ জুটি অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। বিশাল নমঃ দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তাকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়। বিশালগড়ের শান আলী ২৫ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে উদয়পুরকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক শান্তিরবাজারের

শান্তিরবাজার-১৮৪/৯ উদয়পুর-১০৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। করুণ দশা উদয়পুর মহকুমা-র। শেষ কোনও বছর রাজ্য আসরে এমন ধরাশায়ী হয়েছিলো উদয়পুর মহকুমা তার ধারনা নেই। টানা পরাজয়ে বেকায়দায় কর্মকর্তারাও। বৃহস্পতিবার উদয়পুর মহকুমা পরাজিত হলো শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধেও। আগেই আসর থেকে ছিটকে গিয়েছিলো উদয়পুর মহকুমা। ধারনা ছিলো শেষ দিকে হয়তোবা জ্বলে উঠবে মহকুমার ক্রিকেটাররা। কার্যত তা হলো না। সাব্রুম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শান্তিরবাজার মহকুমা জয়লাভ করে ৭৯ রানে। শান্তিরবাজার মহকুমার গড়া ১৮৪ রানের জবাবে উদয়পুর মহকুমা ১০৫ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান করে। দল সর্বোচ্চ ৪৭ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে জয় চক্রবর্তী ৫২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, শায়ন নম: ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, হৃতম সরকার ৪৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং আনন্দ সাধন নোয়াতিয়া ৩৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। উদয়পুর মহকুমার পক্ষে শ্রীমান দেবনাথ (৩/২৯) এবং সুপ্রতীম দেবনাথ (২/৩২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৭.১ ওভারে মাত্র ১০৫ রান করতে সক্ষম হয় উদয়পুর মহকুমা। দলের পক্ষে কৃষান দাস ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, শুভম দেবনাথ ৩৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং আফতাব চৌধুরি ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। শান্তিরবাজারের পক্ষে দলনায়ক আয়ুষ দেবনাথ (৩/৫), আনন্দ সাধন নোয়াতিয়া (২/১০), জয় চক্রবর্তী (২/২১) এবং আরিপ মিঁয়া (২/২৬) সফল বোলার।

রাজ্য ক্রিকেটে সাব্রুমকে হারালেও মূলপর্ব অনিশ্চিত সোনামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাইহান আহমেদ আরমানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই জয় পেলো সোনামুড়া মহকুমা। পরাজিত করলো সাব্রুম মহকুমাকে। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। বাইখোড়া স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে সাব্রুম মহকুমা ১৭২ রান করে। দলের পক্ষে সুরজ দাস ৬১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, সুরজ বনিক ২৯ এবং জয়দেব মালাকার ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। সোনামুড়ার পক্ষে আবু বক্কর চৌধুরি (৪/৩৮),রাইহান আহমেদ আরমান (৩/১১) এবং সাগর দাস (২/৩২) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২ ওভারে বাকি থাকতে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সোনামুড়া মহকুমা। দলের পক্ষে রাইহান আহমেদ আরমান ৫০ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫, আরফান উদ্দিন ৩৮ এবং দেবার্পন দাস ২৮ রান করে। দল অতিরিক্ত কাতে পায় ১৯ রান। সাব্রুমের পক্ষে অভিজিৎ ত্রিপুরা (২/২২) এবং ইমন ত্রিপুরা (২/৩৫) সফল বোলার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-01/AGRI/EE/MECH/2023-24

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Di in, Department of Agriculture & F.W, Matripalli, Badharghat on behalf of the “Governor of Tripura” from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 03/05/2023.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost(Rs.)	Cost of Tender Document	EMD (Rs.)	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date
1	e-01/AGRI/ EE (M) /2023-24	Installation of 01(one) No. Small Bore Deep Tube Well (150 m X 100 mm dia. nominal bore) including installation of submersible pump along with laying of pipeline for development of irrigation facility at Horticultural Society, Kunjaban, Agartala	Rs. 2,99,211.00/-	Rs.1,000/-	Rs 5,984/-	03/05/2023 up to 3.00 PM	03/05/2023 at 4.00 P.M (if possible)

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.goy.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Matripalli, Badharghat

ICA/C-151/23

PNIeT No: 02/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 12/04/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the ‘Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Special maintenance of Secretariat Building at Kunjaban, Agartala during the year 2023-24 under Capital Complex Division (Group-1). For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 02/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: %9,71,698.44 Earnest Money: Rs/-9,434.00 and Time for completion: 150 (one hundred fifty) days
Last date & time for online Bidding: 27/04/2023 upto 3:00 PM

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

ICA/C-149/23

The Executive Engineer, W.R Division No-VI,Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender alyaiasi press NIeT No 02/EE/WRD-Vi/e-tender/2023-24- Dated. 14.04.2023 for the works.
1). DRAFT NicT No: OS/SEAVRC “-IW/KGT/2020-21
With Estimated cost: Rs.1,19,14,720.00, Earnest Money: Rs.1,19,147.00
Time of Completion - 730(Seven hundred Thirty)days Lasi Date of downloading & bidding for above bids is 04.05.2023 upto 15.00Hrs.
For niare details kindly visit https://tripuraten
Note: “NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-143/23

Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura{u).

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24, Dated:-10-04-2023

On behalf of the 'Governor of Tripura’ The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites Percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 24-04-2023 for the following works:-
1. DNIT NO:- 04/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024.
2. DNIT NO:- 05/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024.
3. DNIT NO:- 06/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024.
4. DNIT NO:- 07/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024.
5. DNIT NO:- 08/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024,
6. DNIT NO:- 09/EE/MCD/PWD/(R&B)/2023-2024.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244 (M) iI 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. D.K\Roy)
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

ICA/C-140/23

PNIT No.:- 04/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Dated. 13 -04-2023
The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the ‘Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender for the following works:
1. Name of work:- Infrastructure renovation/ up-gradation for establishment of Obstetric HDU and ICU at District Hospital, North Tripura, Dharmanagar during the year 2022-23/SH: Building portion including water supply & sanitary installation and internal electrification.
DNIT No.: 02/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24.
Estimated Cost: Rs.14,40,339.00 Earnest Money:- Rs.28,807.00
Bid Fee:- Rs.1000.00 Time for completion:- 90 (Ninety) Days
Last date & time for online Bidding: 28-04-2023. upto 3:00 PM.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-136/23

রোগীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। আগরতলা শহরের সরকারি হাসপাতালগুলোতে চাপ কমাতে জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করছে ত্রিপুরা সরকার। আজ আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে এমটাই দাবি করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের জন ঔষধি কাউন্টারটি ঘুরে দেখেছেন। তারপর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালে সমস্যা সম্পর্কে জানতে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে তিনি কথা বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, হাসপাতাল পরিদর্শনে কিছু ত্রুটি নজরে এসেছে। অতিসত্বর ওই ত্রুটিগুলি সংশোধন না করা হলে আগামী দিনে সমস্যা দেখা দেবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি চিকিৎসকদের নির্দেশ দিয়েছেন, হাসপাতালে আসা রোগী বা রোগীর পরিজনদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে হবে। সাথে তাঁর দাবি, আগরতলা শহরে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চাপ কমাতে জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করছে ত্রিপুরা সরকার।

ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী, বছরভর নানা অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। "ত্রিপুরা দর্পণ" পত্রিকা পঞ্চাশ বছরে পা দিচ্ছে আগামী ১লা বৈশাখ। ১৯৭৪ সালের "জনযুগ" নাম নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এসে নাম বদলে "ত্রিপুরা দর্পণ"। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যা এখন সুবর্ণ জয়ন্তীর দোরগোড়ায়। এই অর্ধ-শতাব্দী সময়ে রাজ্যের সংবাদপত্রের জগতে "ত্রিপুরা দর্পণ" সবসময়েই একটু ব্যতিক্রমী থেকে মানুষের কাছাকাছি গিয়ে জীবন সত্যের নিরন্তর খোঁজ করে গেছে। যে প্রবহমানতা "ত্রিপুরা দর্পণ" পরিবারের মূল চেতনা, প্রধান উপজীব্য।

সেই চেতনার চর্য্যায় আপাত ঝাঁ-চকচকে কোনো উদ্যোগ ছাড়াই মানুষের বাস্তবিক মননের ও আগ্রহের কাছাকাছি থাকা সম্ভার নিয়ে "ত্রিপুরা দর্পণ" পরিবার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের আয়োজন করেছে। যে ধারায় বছরভর থাকবে নানা অনুষ্ঠান-আলোচনা-বিতর্কসভা ইত্যাদি। যার সূচনা হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগামী ১৬ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায়। সূচনা লগ্নে হবে দুদিনের অনুষ্ঠান। রবিবার "ত্রিপুরা দর্পণ"র প্রাক্তন সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া হবে সম্বর্ধনা। যারা হচ্ছেন সত্যব্রত চক্রবর্তী, শাপল্লর আদিত্য, মানস দেববর্মণ, বিকচ চৌধুরী, অজিত ভৌমিক, স্বপন নন্দী, মিহির দেব ও বিমান ধর। এছাড়াও যাঁদের কাঁধে ভর করে এই সংবাদপত্র পঞ্চাশে এসে পৌঁছেছে, "দর্পণ" পরিবারের সেই সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ও সাংবাদিকদেরও সম্মাননা প্রদান করা হবে।

রবিবারের সন্ধ্যায় এর পরে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে থাকবে বাংলাদেশের মেহের আফরোজ শাওনের সঙ্গীত এবং কলকাতার মমতাশংকরের বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র শুভাগিক'র বৃন্দনৃত্যের উপস্থাপনা। পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় "ছন্দনীড়"র উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর থাকবে বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত লোকগানশিল্পী ফরিদা পারভিনের সঙ্গীত-সন্ধ্যা। বিশেষ করে লালনগীতিকে যিনি মানুষের কাছে ভালো লাগার এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর সেই সন্ধ্যায়ও থাকবে "শুভাঙ্কিক"র উপস্থাপনা। "সুবর্ণ জয়ন্তী" উদযাপনের প্রবাহে "ত্রিপুরা দর্পণ" বছরভর নানা অনুষ্ঠান যেমন করবে, তেমনি একটা বিশেষ বই প্রকাশনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা আসলে এই পঞ্চাশ বছরে সংবাদ হিসেবে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির এক সংকলন। মূলত যা হয়ে উঠবে এই পঞ্চাশ বছরের এক আবশ্যিক সংগ্রহযোগ্য ইতিহাস।

নববর্ষের প্রাক্কালে মহারাজগঞ্জ বাজারে প্রচুর ইলিশে যোগান। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাহুলের সাজায় স্থগিতাদেশ নিয়ে আগামী ২০ এপ্রিল নির্দেশ জানাল সুরাটের আদালত

সুরাট (গুজরাট), ১৩ এপ্রিল(হি.স.): ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দু'বছরের কারাদণ্ড হয়েছে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর । সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুরাটের সেশন কোর্টে আবেদন করেন তিনি । বৃহস্পতিবার আদালত জানিয়েছে, আগামী ২০ এপ্রিল এই নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে । ফলে রাহুলের কারাদণ্ডের সাজার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হল কি না, তা জানতে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতেই হবে ।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মোদী পদবি বিতর্কিত মন্তব্য করেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী । তাঁর বিরুদ্ধে গুজরাটের সুরাট আদালতে ফৌজদারি মানহানির মামলা দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক পুর্ণেশ মোদী । সেই মামলায় আদালত রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে । তাঁকে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত ।দু'বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বাতিল হয়ে যায় রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ । তাঁকে সাংসদ হিসেবে পাওয়া সরকারি বাংলোও ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই নিয়ে জাতীয় রাজনীতি তোলপাড় হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে । কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে । অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর দাবি, তিনি আদানি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে । আর বিজেপি বলছে, যা হয়েছে, আইন মেনেই হয়েছে ।রাহুল গান্ধীকে শাস্তি দেওয়ার পরও একমাসের জন্য জামিন দিয়েছিল আদালত, যাতে তিনি উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারেন এই রায়ের বিরুদ্ধে । সেই মতো সুরাতের সেশন কোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল । বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হয়। সেখানেই আদালত জানিয়ে দেয় যে রাহুলের সাজার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে আগামী ২০ এপ্রিল নির্দেশ দেওয়া হবে ।

রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে দায়বদ্ধ ঃ সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আজ মনুঘাট রাজস্ব ডাকবাংলোয় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, শ্রম দপ্তরের এক সভায় দপ্তরগুলির বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন। সভায় তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে দায়বদ্ধ। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপের সুফল যাতে সবাই পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রম দপ্তরের ই-শ্রম, নির্মাণ শ্রমিক প্রকল্পের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলি নিয়ে বেশি করে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করার উপর শ্রমমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সভায় ছেলেমেয়েদের বেশি করে খেলার মাঠে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বেশি করে খেলাধুলায় আগ্রহ সৃষ্টি করা গেলে নেশার কুফল থেকে তাদের দূরে রাখা যাবে। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে মা ও শিশুদের বিকাশে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যাতে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বৈঠকে এমডিসি স'য় দাস, লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মনু ব্লকের বিডিও এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেনের বগিতে আগুন অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের একটি বগিতে আগুন ধরে যায়। তেলিয়ামুড়া স্টেশন অতিক্রম করে জিরানিয়া আসার আগমুহূর্তে এই অগ্নিকান্ড। তবে, বড় ধরনের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। জিরানিয়া স্টেশনেই ট্রেনটির ওই বগির আগুন নিভিয়ে দেয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৭ এপ্রিল ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। বিচার পতি অপরেশ কুমার সিং আগামী ১৭ এপ্রিল সকাল সাড়ে এগারটায় রাজভবনে ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন। বিচার পতি অপরেশ কুমার সিং বর্তমানে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ভি পাণ্ডে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রহস্যজনক আগুনে পুড়ে ছাঁই জুমের টংঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রহস্যজনক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল জুমের টং ঘর। নিঃস্ব হয়ে গেল একটি জুমিয়া পরিবার। ঘটনা গন্ডাছড়া থানাধীন রামনগর এডিসি ভিলেজের গুণবান চাকমা পাড়ায়। রামনগর ভিলেজের জীবকর্তা পাড়ার বাসিন্দা চিন্তা বাসি মলসম। নিজ বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে গুণবান চাকমা পাড়ায় সে চাষবাস করে। সেখানে একটি ঘরও রয়েছে। বুধবার বিকালে কৃষি কাজ শেষ করে বাড়িতে চলে আসে চিন্তা বাসি মলসম। বৃহস্পতিবার সকালে পুনরায় জমিতে গিয়ে দেখতে পায় সেখানে থাকা তার ঘড়টি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘরে থাকা জলের পাম্প মেসিন, পাওয়ার ট্রেইলার সহ কৃষি কাজের সকল সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কৃষি জমির পাশে থাকা ওনার রাবার বাগানও আগুনে পুড়ে গেছে। চিন্তা বাসি মলসমের স্ত্রী ববিতা রিয়াং জানান অগ্নিকাণ্ডে স্প্রে মেশিন, দা, কোদাল, জলের পাম্প মেশিন, জ্বালানি তেল, সার, বীজ, ঔষুধ, রান্নার বাসনপত্র সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে যায়। এতে করে প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ববিতা রিয়াং সরকারি সাহায্যের দাবি জানান।

ফায়ার সার্ভিস উইক-২০২৩, রাজ্যের ৫ জন কর্মী পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। রাজ্যে অগি ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ৫ জন কর্মী ফায়ার সার্ভিস উইক-২০২৩ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স অ্যাণ্ড হোমগার্ডসের ডিস্ক এবং কমেণ্ডেশন সার্টিফিকেটের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই ৫ জন হলেন জনিয়র অপারেটর (কন্ট্রোল রুম) আগরতলা প্রধান কার্যালয়ের সত্যজিৎ ভ-াচার্য, আগরতলা ফায়ার স্টেশনের ফায়ারম্যান রাজীব আহমেদ, সাবম ফায়ার স্টেশনের ফায়ারম্যান বাবলু মিঞা, ফায়ারম্যান দেবাশিস শীল এবং ফায়ারম্যান দিলীপ ত্রিপুরা। স্বরাষ্ট্র (অগি ও জরুরি পরিষেবা) দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা অধিকর্তা এ কে ভ-াচার্য এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গোলাঘাটিতে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সুতো বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার পেকুরজলা এডিসি ভিলেজের গাংঠাকুর বাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৭০ জন মহিলাদের মধ্যে সুতো বিতরণ করা হয়। বিজেপির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সামাজিক ন্যায় সেবা সপ্তাহ কার্যক্রম চলছে গোটা দেশে। সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজেপির কার্যকর্তারা আমজনতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে গোলাঘাটি মন্ডল মহিলা মোর্চার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা জম্পুইজলা আর.ডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। এছাড়া ছিলেন গোলাঘাটি মন্ডল সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দেববর্মা, মহিলা মোর্চার মন্ডল সভানেত্রী মিতা দাস, মন্ডল জনজাতি মোর্চার সহসভাপতি নিরন দেববর্মা প্রমুখ। প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন বিজেপির কার্যকর্তারা সারাবছর মানুষের পাশে থাকে। অনেক রাজনৈতিক দল ভোটের পর হারিয়ে যায়। সরকার সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের সাথে বৈঠক বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। নিজ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোয়াই জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে নিজ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোয়াই জেলা শাসক ডি.কে.চাকমার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা আশারামবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা। এদিন এই বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা, এমডিসি অনন্ত দেববর্মা, সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। মূলত আশারামবাড়ী বিধানসভা এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। পরবর্তিতে তিনি খোয়াই ডাকবাংলোতে সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন। এদিকে, আচমকাই খোয়াই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। মেডিকেল সুপারের কার্যালয়ের রুমে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৃহস্পতিবার আচমকাই খোয়াই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। আচমকা তাঁর এই পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি অনন্ত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রথমেই হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, এরপরে পুরুষ বিভাগ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কথা বলেন হাসপাতালের কর্মরত চিকিসৎক, রোগী সহ খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা: রাজেশ দেববর্মার সঙ্গে। পরবর্তিতে মেডিকেল সুপারের কার্যালয়ের রুমে এক বৈঠকে মিলিত হন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা।

ঝাড়গ্রাম হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির, উদ্বেগ বনদফতরের

ঝাড়গ্রাম, ১৩ এপ্রিল (হি.স.) : ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে বনদফতরের। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি এক গৃহস্থের বাড়ির উঠনে বাঁধা থাকা অবস্থায় তিনটি গোরুর উপর হামলা চালায়। তিনটা গোরু হাতির হামলায় মারা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা রেঞ্জের বিনপুর বীটের কুরকুটশোল এলাকায়।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীনাথ সিং (৫৬) বাড়ি ওই গ্রামে। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে পাঁচ থেকে সাতটি হাতির একটি দল বাঁকড়া ডিভিশনের ফুলকুসমার দিক থেকে এসে বৃহস্পতিবার সকালে শিলদা রেঞ্জের বিনপুর বীটের কুরকুটশোল এলাকায় প্রবেশ করে। এদিন দুপুরে ওই ব্যক্তি মাঠে ছাগল নিয়ে চড়াত গিয়েছিলেন। ওই সময় শ্রীনাথ বাবুর পিছন দিক থেকে হাতি গুলি তার সামনে চলে এলে তিনি বুঝতে পারেনি। পরে হাতি দেখে দৌড়ে পালানোর সময় একটি হাতি তাঁকে শুঁড় দিয়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।অন্যদিকে এদিন সকালে ওই গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির উঠনে বাঁধা থাকা তিনটি গোরুর উপর হামলা চালালে তিনটি গোরু মারা যায় বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওই এলাকার ৮ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জঙ্গল নেই। যার ফলে হাতি গুলি গ্রাম সংলগ্ন ঝোপঝাড় এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। লোকালয়ের ঝোপঝাড় এলাকায় হাতি গুলি থাকার কারনে স্থানীয় মানুষজনেরা হাতি গুলিকে বারে বারে উত্যক্ত করতে থাকে। যার ফলে হাতি গুলি আক্রমণাত্মক হয়ে গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার মাঠ, জমির উপর দাপিয়ে বেড়ায়। আর সেই শ্রীনাথ সিংকে সামনে পেয়ে তুলে আছাড় মারলে এই ঘটনাটি ঘটে। উল্লেখ্য বুধবার সকালে সাঁকরাইল বীটের বালিভাষার বীরভাষা গ্রামে হাতির হানায় সঞ্জীব মাহাতো নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়।

পরিবহণ দপ্তরের পরিষেবাকে জনমুখী করতে রোড ম্যাপ তৈরী করতে হবে ঃ পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। পরিবহণ দপ্তরের পরিষেবাকে আরও জনমুখী করতে রোড ম্যাপ তৈরী করে কাজ করতে হবে। কেননা বিগত দিনের পরিবহণ ব্যবস্থা ও আজকের দিনের পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে রাত দিন ফাঁরাক রয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও দ্রত ও আধুনিক রূপ দিতে পরিবহণ দপ্তরকে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ গীতা'লি অতিথি নিবাসের কনফারেন্স হলে পরিবহণ দপ্তরের এক পর্যালোচনাসভায় একথাগুলো বলেন। সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পরিবহণ কমিশনার সুবত চৌধুরী, এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কে সি মীনা, উত্তর পূর্বা'ল রেলওয়ের এরিয়া ম্যানেজার টি কুমার, এআইজিপি জ্যোতিমান চৌধুরী, ট্রাফিক সুপার আর দার্লং, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার (আর এণ্ড বি) রাজীব দেববর্মা, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মুসলেম উদ্দীন আহমেদ, টিআরটিসি-র এম ডি সজল বিশ্বাস ছাড়াও জেলা ও মহকুমা পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক, চিফ ভ্যাহিক্যাল ইন্সপেক্টর, সিনিয়র ভ্যাহিক্যাল ইন্সপেক্টর, ভ্যাহিক্যাল ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় আকাশপথ, রেলপথ, সড়কপথ ও জলপথ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আগামীদিনে আগরতলা চিটাগাঙের মধ্যে বিমান পরিষেবা চালু করা হবে। স্পাইসজেট এর দায়িত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, এই সরকার জনগণের সরকার। এ সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডা.) মানিক সাহার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকার সর্বত্র পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। টিআরটিসি এক মাসের মধ্যে পিক বাস চালু করবে। এতে মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ছাড় থাকবে।

সভায় পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, মাতাবাড়ি, নারকেলকু' এবং ভাংমুনে ৩টি হ্যালিপোর্ট নির্মাণ করা হবে। এজন্য দপ্তরকে ডিপিআর তৈরী করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে ৫২টি মোটর স্ট্যাণ্ড রয়েছে সেগুলিকে আধুনিকিকরণে সরকারের চিন্তাভাবনা রয়েছে। যান দুর্ঘটনা রোধে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, গত অর্থবছরে পরিবহণ দপ্তর বিভিন্ন খাতে মোট ১১৫কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এই দপ্তর ১২১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা। তিনি বিমানপথ, রেলপথ, জলপথ ও সড়কপথের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি আগরতলা আখাউড়া রেলপথ, ৯টি ফ্লোটিং টার্মিনালস, ইন্টিগ্রেটেড রোড অ্যা'ডেন্ট ডাটা বেইস, গোমতী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং, ট্রেনিং এণ্ড রিসার্চ, ট্র্যান্সপোর্ট কমিশনারেট, হ্যালিকপ্টার সার্ভিস, হীরাছড়ায় গ্রিণ ফিল্ড এয়ারপোর্ট, প্রি পেইড অটো/ ট্যা'ভাড়া, ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার, এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ, ইন্সপেকশন এণ্ড সার্টিফিকেশন, টিআরটিসি বাস ও ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের বাস পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।